বাংলাদেশে
নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম
পরিচালনা সহায়িকা

The Asia Foundation

বাংলাদেশে
নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম
পরিচালনা সহায়িকা

প্রকাশকাল
জুলাই, ২০০২

গ্রন্থস্বত্ব
দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

এশিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষে প্রস্তুত ও সমন্বয়করণ
ড. ক্যারেন এল. ক্যাম্পার, প্রতিনিধি
ডেবি ইনগ্রাম, কনসালট্যান্ট
রিফাত জাহান, প্রোগ্রাম অফিসার.

নকশা ও মুদ্রণ
দি ক্যাড সিস্টেম, ঢাকা

www.pathagar.com

এই প্রকাশনা ইউ এস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের সহায়তায় এবং কোঅপারেটিভ এগ্রিমেন্টের (নং ৩৮৮-এ-০০-০০-০০০৫৬-০০) অধীনে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এখানে প্রকাশিত মতামত লেখকদের নিজস্ব এবং এর সাথে ইউএসএআইডি'র মতের মিল নাও থাকতে পারে।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

নির্বাচন মনিটরিং এর প্রয়োজনীয়তা	১
ওয়ার্কিং গ্রুপের ধারণা	৩
কারিগরি সহায়তা	৭
প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক উপাদানসমূহ	৯
লিখিত উপকরণসমূহ	১৩
দেশব্যাপী কাভারেজ	২১
সংখ্যাসমূহ	২৭
সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক	৩৯
পরিবর্তনের জন্য এডভোকেসি	৪১
এক্রিডিটেশন প্রাপ্তি	৪৫
অর্জন সম্পর্কে ধারণা লাভ	৪৯

চিত্র :

চিত্র ১ : ভোট পর্যবেক্ষণ ফরম	১৬
চিত্র ২ : ভোট গণনা ফরম	১৮
চিত্র ৩ : নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক নমুনা পর্যবেক্ষক তালিকা	২২
চিত্র ৪ : আচরণবিধি	২৫
চিত্র ৫ : ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপ নেটওয়ার্কের পরিকল্পিত কাঠামো	২৮
চিত্র ৬ : ইউনিয়ন পর্যবেক্ষণ একত্রিকরণ ফরম	৩০
চিত্র ৭ : বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত টেবিল	৩৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষে পৃথিবীর অনেক দেশে নিয়ন্ত্রকমূলক কিংবা পর্যবেক্ষণধর্মী পদ্ধতি চালু রয়েছে। এ ধরনের পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন এবং/অথবা অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক সংগঠন, স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ প্রেস এবং দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক দলীয় নেতৃত্ব। তবে এই ধরনের সংগঠনগুলো বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে যথাযথ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে এখনো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। বর্তমানে বাংলাদেশের নির্বাচন পরিচালনা করছে নির্বাচন কমিশন, এই কমিশন পুরোপুরি স্বাধীন নয়। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে পক্ষপাত, দুর্নীতি ও বেআইনী কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে দেশের মানুষ এখন একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর নির্ভর করে। যদিও নির্বাচন পদ্ধতি ও আইন পক্ষপাতহীনভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ কোন সরকার কাঠামোই এখন পর্যন্ত জনসাধারণের আস্থা পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি। তদুপরি, নিয়মতান্ত্রিক ভোটদান পদ্ধতি পুরোমাত্রায় প্রস্তুত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলাদেশের অনেক সংবাদ মাধ্যম রাজনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলে, সাংবাদিকদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ রিপোর্ট লেখার প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয় না এবং তাদের মধ্যে নিজেদের স্বার্থে কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

একটি সফল অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অন্য একটি স্বীকৃত পদ্ধতির সহায়তা নেয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন পেশা গোষ্ঠীর সুসংগঠিত ও সক্রিয় নাগরিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ দেশের নাগরিকদের একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে। নাগরিক ও সুশীল সমাজ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করেছেন পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সুযোগ সন্ধানী গোষ্ঠীসমূহের সহিংসতা, ভয়-ভীতিপ্রদর্শন ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড হ্রাস করে। এবং নির্বাচনী কর্মকান্ডে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করে। পাশাপাশি নির্বাচনে দেশীয় পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি নির্বাচন পদ্ধতির নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা বিষয়ে ভোটারদের আস্থা তৈরির মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ায়

www.pathagar.com

অংশ নিতে তাদেরকে উৎসাহিত করে। তাছাড়া দেশীয় পর্যবেক্ষকগণ কোথায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ ছিল এবং/অথবা কোন কোন জায়গায় নির্বাচন অনুষ্ঠান পদ্ধতি আইনসঙ্গত হয়নি সেসব প্রকাশের মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফলকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

নির্বাচন মনিটরিং কোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নয়। বরং এটি হলো বাংলাদেশের সকল উৎসাহী নাগরিকের অধিকার ও সুযোগ। নির্বাচনের দিন ভোট গ্রহণের শুরু থেকে ভোট গণনা পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি দেশীয় পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণ করার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নীতিমালা' শীর্ষক ঘোষণাপত্র-এর উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর একটি।

নির্বাচন মনিটরিং কোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নয়। বরং এটি হলো বাংলাদেশের সকল উৎসাহী নাগরিকের অধিকার ও সুযোগ।

গণতন্ত্রের সূচনায় কিংবা তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বা মেরুকরণ রয়েছে এমন পরিবেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি জনগণের গভীর আস্থা নিশ্চিত করার বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি জনগণের আস্থা ও একাত্মতাবোধ তৈরির লক্ষ্যে জনগণের খোলামেলা মত প্রকাশ করার ও অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশজুড়ে দেশীয় পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় শুধুই যে নাগরিক ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাই নয়, গণতন্ত্রের সুসংহতকরণ ও উন্নয়নে নাগরিক সমাজের বৃহত্তর অংশগ্রহণও উৎসাহিত করে।

www.pathagar.com

ওয়ার্কিং গ্রুপের ধারণা

একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে গণতন্ত্রের নীতিমালা ও পদ্ধতি কার্যকর করার মাধ্যমে দেশজুড়ে দেশীয় পর্যবেক্ষকদের সমন্বয়ে পর্যবেক্ষণ উদ্যোগ পরিচালনার লক্ষ্যে সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো একত্রিত হয়ে অস্থায়ী এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। গত ১ অক্টোবর, ২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনকালে বাংলাদেশে এ ধরনের একটি অস্থায়ী এসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল। ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন সংক্রান্ত মতবিনিময় করার লক্ষ্যে প্রায় ৪০-৪৫ টি সংগঠন একত্রিত হয়েছিল। এদের মধ্যে ২৯টি সংগঠন একত্রিত হয়ে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ইলেকশন মনিটরিং ওয়াকিং গ্রুপ গঠন করে।

- শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান
- অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান
- নির্বাচন পদ্ধতিতে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সম্পৃক্ততা বাড়ানো
- নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি করা
- নির্বাচন ফলাফলের উপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি করা

ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রচিত এই সহায়িকাটি ভবিষ্যতে বেসরকারি সংস্থাসমূহকে জাতীয় পর্যায়ের বড় ধরনের পর্যবেক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো সম্পর্কে ধারণা পেতে সহায়তা করবে এবং কি করে এ ধরনের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করতে হয় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দিবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্র আরো শক্তিশালী হবে।

ভবিষ্যতে যে কোন ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনকালে উদ্যোগী সংস্থাগুলো শুরুতেই ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের মৌলিক উদ্দেশ্য দু'টি নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে নিবে। উদ্দেশ্য দু'টি হলো :

১. দেশীয় পর্যবেক্ষকদের জাতীয় কাভারেজ অর্জনে সমন্বয় ও সহযোগিতা করা; এবং

২. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির উপাদানগুলো বাস্তবায়নে সমন্বয় ও সহযোগিতা করা যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মিডিয়া কাভারেজ,

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে মতবিনিময়, প্রশিক্ষণ ডিজাইন ও বাস্তবায়ন এবং উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও প্রতিবেদন তৈরি ইত্যাদি।

ভারসাম্যপূর্ণ ও দল নিরপেক্ষতা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কর্মকাণ্ডের একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। কোন ধরনের কর্মকাণ্ড নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াকে যেন পক্ষপাতদুষ্ট না করে তা নিশ্চিত করতে যতটা সম্ভব সকল ধরনের সংস্থাকে প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের সদস্য সংস্থার অন্তর্ভুক্তি সম্ভাব্য সকল ধরনের পক্ষপাত থেকে এসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ডকে মুক্ত রাখতে সহায়তা করবে।

পুরো দেশের পূর্ণ কাভারেজ পাওয়া সর্বোচ্চ ফল লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের এর আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ব্যালট বাক্সের শতকরা ১০০ ভাগ কাভারেজ অর্জন করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক পর্যবেক্ষককে নিয়োজিত করা ও তাদের কাজের সমন্বয় করতে পারার মতো সক্ষমতা ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংস্থাগুলোর থাকার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ শুধু এভাবেই নির্বাচনে কোন ধরনের অনিয়ম ঘটেছে কিনা কিংবা কোথাও কোন ধরনের অনিয়ম ঘটে থাকলে সেটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। কোন একটি নির্বাচনে নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের ফলাফলই গুরুত্বপূর্ণ। এ অবস্থায় একজন পর্যবেক্ষক কোন একটি নির্বাচন কেন্দ্রের একটি মাত্র বুথ পর্যবেক্ষণ করলে জনগণের পূর্ণ আস্থা অর্জন করা সম্ভব হবে না। কারণ তিনি যখন কোন একটি বুথ পর্যবেক্ষণ করবেন সেসময়টায় অন্য কোন বুথে এমনকি একই নির্বাচনী কেন্দ্রের অন্য কোন একটি বুথে খুব সহজেই জাল ভোট দেয়ার ঘটনা ঘটতে পারে।

ওয়ার্কিং গ্রুপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পক্ষাপাতহীন ভারসাম্য বজায় রাখতে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের সাংগঠনিক কাঠামোর ও অভিজ্ঞতার বৈচিত্রতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। যে কারণে ওয়ার্কিং গ্রুপের কোয়ালিশনে মানবাধিকার, নারীর অধিকার, বা শাসন ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছে এমন এনজিও এবং নাগরিক কমিটিগুলোকে সম্পৃক্ত করতে হবে। আকার ও সক্ষমতা অনুযায়ী কোয়ালিশনের ধরন ভিন্ন হতে পারে এবং ভৌগোলিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় অবস্থিত তুলনামূলকভাবে ছোট আকারের স্থানীয় সংগঠনগুলোকে ওয়ার্কিং গ্রুপের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। এতে করে ভৌগোলিক কারণে কাভারেজের যে সমস্যা সেটি দূর হবে। পাশাপাশি এ ধরনের সংগঠনের অন্তর্ভুক্তি গ্রুপে বড় ধরনের বৈচিত্রতা আনবে। সেসঙ্গে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রটিও প্রসারিত হবে। যে সংস্থাগুলো বিস্তৃত পরিসরের ব্যক্তিবর্গ যেমন দরিদ্র জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিবন্ধী ২০০১ সালের নির্বাচনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (ব্যক্তি যন্ত্রপাতির সহায়তা নিয়ে পর্যবেক্ষকের কাজ করেছেন) প্রমুখকে নিয়োগ করতে পারেন তেমনি সংগঠনগুলোকে কোয়ালিশনে যোগদানে উৎসাহিত করতে হবে। সদস্য পদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার বিষয়টি যতদূর সম্ভব সহজ করতে হবে, তবে কাজের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণের পূর্ব নজির থাকতে হবে। সদস্যপদের জন্য সম্ভাব্য যে বিষয়গুলি যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কিংবা সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের নিবন্ধন থাকতে হবে
- কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতার নথি
- দল নিরপেক্ষতার প্রতি অঙ্গীকার এবং কাজের পেশাদারিত্ব

তাছাড়া পর্যবেক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুবিধার্থে কাজের আদর্শ মান নির্ধারণ করা ও সেটি মেনে চলার ব্যাপারে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যরা যাতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকেন সে ব্যাপারে সকলকে একমত হতে হবে। কাজের আদর্শ মানের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর মাধ্যমে দেশের শতকরা ১০০ ভাগ নির্বাচন বুথ পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা;
- পর্যবেক্ষণ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সুশীল সমাজের পর্যাপ্ত সংখ্যক সংগঠনকে সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে করে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন আরো বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এই পদ্ধতি যেন কোনভাবেই রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং শুধু এভাবেই বৃহত্তর পর্যায়ে মনিটরিং প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে;
- সদস্য সংগঠনগুলোর অর্থ ও মানব সম্পদকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত কৌশল অনুসরণ করা যেতে পারে;
- নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম এমন প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে উপাত্ত সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;
- দেশব্যাপী নির্বাচনের ফলাফল দ্রুত প্রকাশের লক্ষ্যে উপাত্ত একত্রিকরণ পদ্ধতি প্রণয়ন করা;

www.pathagar.com

- প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে কমপক্ষে দু'টি সংস্থা থেকে পর্যবেক্ষক নিয়োজিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এতে করে একে অন্যের কাজকে নিরীক্ষণ করতে পারবে।

- একটি নির্বাচনী এলাকায় তিন থেকে পাঁচটি সংস্থার কাজ করা সেটি নিশ্চিত করতে হবে;

- মূল ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিংবা সহযোগী এমন সংস্থা থেকে স্থানীয় পর্যবেক্ষক বাছাই করতে হবে। এতে পর্যবেক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে;

- কোন একটি নির্বাচনী এলাকার ফলাফল ঘোষণা এমনভাবে করতে হবে যাতে সমস্যাপূর্ণ এলাকা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং সমস্যা নেই এমন নির্বাচনী এলাকার ঘোষিত ফলাফল যাতে বৈধতা পায়;

- নির্বাচন পদ্ধতির উপর যথাসময়ে ও বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে;

- বাংলাদেশী সংস্থাগুলোর কম বিদেশী সাহায্য নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে কার্যকর, ব্যয় সাশ্রয়ী ও টেকসই আভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে লক্ষ্যে সক্ষম করে তোলা।

এছাড়াও ওয়ার্কিং গ্রুপে এমন পর্যবেক্ষক সংস্থা থাকার প্রয়োজন রয়েছে যাদের পর্যবেক্ষণ প্রতি ব্যয় আরো বেশি সাশ্রয়ী অথচ পর্যবেক্ষণ কাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পর্যবেক্ষককে নিয়োজিত করতে পারবে। এ ধরনের কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে একসময় সংস্থাগুলো শতকরা ১০০ ভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে এবং তখন বিদেশী দাতা সংস্থার অর্থায়নের প্রয়োজন পড়বে না। তখন বিদেশীদের অর্থ সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে নির্বাচনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার মধ্য দিয়ে দেশবাসীর মাঝে জাতীয় গৌরববোধ বৃদ্ধি পাবে।

এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংগঠনগুলো বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরো পরিপক্ক ও শক্তিশালীকরণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার যে অঙ্গীকার করেছে তা রক্ষা করতে পারবে।

www.pathagar.com

কারিগরি সহায়তা

নির্বাচন পর্যবেকক্ষণ কাজের সুবিধার্থে ওয়ার্কিং গ্রুপ এশিয়া ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন কোন একটি সংস্থার কারিগরি সহায়তা নেবে। কারণ এ ধরনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংস্থা ওয়ার্কিং গ্রুপকে মনিটরিং-এর কাজে বিশেষায়িত কারিগরি সহায়তা দিতে পারবে এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে বিষয়াদি রয়েছে তার ব্যবস্থাপনা ও কাজের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারবে। তাছাড়া একটি আন্তর্জাতিক অথবা আঞ্চলিক সংস্থা আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ উদ্যোগ, কূটনৈতিক কমিউনিটি ও বিদেশী দাতাসংস্থাগুলোর মাঝে যোগসূত্র তৈরি এবং বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক নির্বাচন মান প্রতিষ্ঠা ও তা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারবে। একটি স্থানীয় সংগঠন অথবা কারিগরি বিশেষজ্ঞ প্রক্রিয়ার টেকসই স্থায়িত্ব অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

২০০১ সালের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা দি এশিয়া ফাউন্ডেশন ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংগঠনগুলোকে সীমিতভাবে ভোট কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করার পরিবর্তে প্রতিটি ভোট কেন্দ্র বা বুথ পর্যবেক্ষণ করার কাজে সহায়তা করেছে। এ ধরনের একটি নিবিড় কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সংস্থাগুলো দেশের প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রের সকল ধরনের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করতে পেরেছে। সংগৃহীত উপাত্তের বিশ্লেষণ থেকে দেশের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া গিয়েছে। দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের কারিগরি সহায়তার মধ্যে ছিল পর্যবেক্ষণ উপকরণের প্রমিতকরণ ও নির্বাচন দিনের সংগৃহীত উপাত্ত সমষ্টিকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন। এছাড়াও নির্বাচনের পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কি ধরনের কর্মকাণ্ড করতে হবে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা কি হবে সে সংক্রান্ত পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতেও দি এশিয়া ফাউন্ডেশন সহায়তা করেছে। এছাড়াও দি এশিয়া ফাউন্ডেশন পর্যবেক্ষকদের কাজের পদ্ধতি আরো স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাগুলোর এডভোকেসি কার্যক্রমের অব্যাহত চেষ্টাকে সহায়তা দিয়েছে।

এ ধরনের কারিগরি সহায়তা বিভিন্ন গ্রুপগুলোকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে এবং অভিজ্ঞতা, সামর্থ্য ও সহযোগিতার অভাব থেকে সদস্য সংস্থাগুলোর নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখেছে।

www.pathagar.com

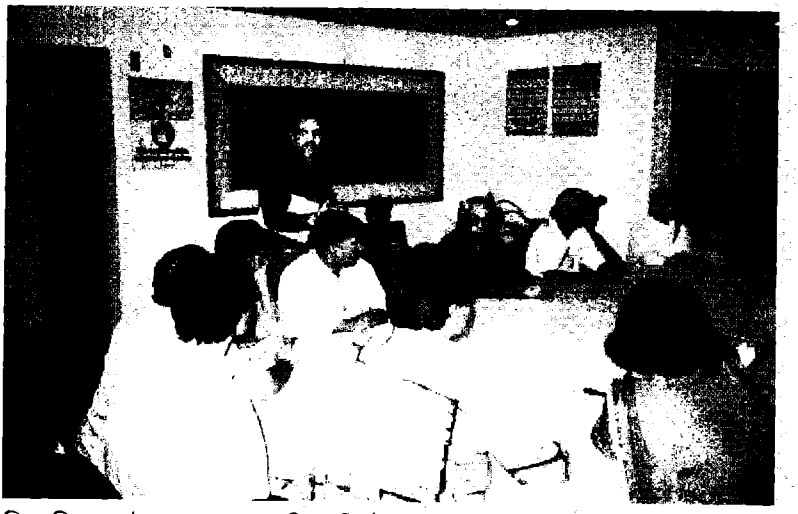

দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক নির্বাচন উপদেষ্টা ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা পরিচালনা করছেন।

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক উপাদানসমূহ

কিছু কিছু সাংগঠনিক উপাদান রয়েছে যা ওয়ার্কিং গ্রুপের কাজকে আরো সমৃদ্ধ ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। এ ধরনের কয়েকটি কাজের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো:

কার্যালয়

ওয়ার্কিং গ্রুপ সাপ্তাহিক সমন্বয় সভা, সাব-গ্রুপ সভা এবং সাংবাদিক সম্মেলন (এ সম্পর্কে পরে আরো বিস্তারিত লেখা হবে) ইত্যাদি আয়োজনের জন্য একটি স্বতন্ত্র কার্যালয় স্থাপন করবে। এই কার্যালয় স্থাপনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

- সকল সদস্য সংস্থার জন্য কার্যালয়ের অবস্থানটি যেন সুবিধাজনক হয়,
- কার্যালয়ের ভবন যেন সুরক্ষিত ও নিরাপদ হয়, এবং
- কার্যালয়ে যেন পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও সুবিধাদি থাকে।

অন্য আরো যেসব বিষয়াদি নিয়ে ভাবতে হবে তার মধ্যে রয়েছে ৪০ জন পর্যন্ত লোকের সভা করার উপযোগী বড় টেবিলসহ একটি বড় কক্ষ। কতগুলো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন, কম্পিউটার, ইউপিএস, প্রিন্টার, ফ্যাক্স মেশিন ও ফটোকপি মেশিন ইত্যাদি স্থানীয় কোন কোম্পানি থেকে ভাড়া করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় অফিস উপকরণ যেমন লেটারহেড স্টেশনারী এবং চা তৈরির উপকরণ ইত্যাদি অবশ্যই কিনতে হবে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারী

এছাড়াও ওয়ার্কিং গ্রুপ অবশ্যই পূর্ণকালীন সময়ের জন্য একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে নিয়োগ করবে যিনি কার্যদিবসে কার্যালয়ে উপস্থিত থাকবেন এবং ওয়ার্ড প্রসেসিং ফটোকপি করা, সভার কার্যবিবরণী লেখা ও বিতরণ করা, টেলিফোন ও ফ্যাক্স পরিচালনা করা, অফিস সাপ্লাই ও অন্যান্য উপকরণের ইনভেনটরি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিদিনকার আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে দেখা ইত্যাদি দাপ্তরিক কাজ সামলাবেন। অফিস পরিচালনার জন্য আরো যে সকল ব্যক্তিবর্গের

www.pathagar.com

প্রয়োজন হবে তাদেরকে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংস্থাগুলো থেকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ মিডিয়া ইস্যু, লজিস্টিকস এবং মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষক প্রেরণ কাজে সহায়তা করবেন। এছাড়াও কার্যালয়ের জন্য নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত কার্যালয় ভবনের মালিক কিংবা ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নিরাপত্তা কর্মী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সেটি সম্ভব না হলে কোন একটি সিকিউরিটি কোম্পানির মাধ্যমে নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ দিতে হবে।

সভা

ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের মাঝে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সভা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হলে সেটি সার্বিকভাবে কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ করে। ২০০১ সালের নির্বাচনের সময় ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যরা মোট ২০টি ওয়ার্কিং গ্রুপ সভার আয়োজন করতে পেরেছিল। 'রোটেটিং লিডারশিপ'-এর ধারণা থেকে সভাগুলো একজন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি সভাপতিত্ব না করে প্রতিটি সভা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সভাপতিত্ব করেছেন। ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য এনজিওদের প্রধানগণ সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। এর ফলে গ্রুপের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সৌহার্দপূর্ণ কাজের পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের দৈনন্দিন কাজকে এগিয়ে নিতে সকলের অংশগ্রহণে বড় আকারের সভার আয়োজন করবে না। কোন একটি সুনির্দিষ্ট কাজকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার স্বার্থে গ্রুপের সকলে মিলে সভা করার চেয়ে সাব-গ্রুপ সভা বা কর্মশালা (নিচে দেখুন) অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। শুধুমাত্র কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ ও একই উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যাতে কোন ধরনের সমস্যা না ঘটে সেটি নিশ্চিত করতে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যরা বড় আকারের সভার আয়োজন করবে।

কর্মশালা

এমন কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেখানে গ্রুপের সকল সংস্থার একমত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের বিষয়াবলীতে সকলের মত পেতে সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক অল্প কয়েকটি কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে। ২০০১ সালে দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের ইলেকশন এডভাইজার কয়েকটি বিষয়কে ফোকাস করে

www.pathagar.com

কর্মশালা ফ্যাসিলিটেট করেছেন। এই বিষয়গুলো হলো: এক্রিডিটেশন প্রক্রিয়া, নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, পর্যবেক্ষক সহায়িকা ও ফরম প্রণয়ন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সভা করার লক্ষ্যে কৌশল নির্ধারণ।

সাব-গ্রুপ সমূহ

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনভিত্তিক কাজ সমাধা করতে ছোট ছোট গ্রুপ তৈরি বিশেষভাবে সুপারিশ করা হচ্ছে। অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় নিম্নলিখিত সাব-গ্রুপগুলো পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবেঃ

১. **উপকরণ তৈরি:** পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ সহায়িকা ও ফরম লেখা ও মুদ্রণ কাজ তদারকি করা;

২. **নিয়োগ:** পর্যবেক্ষক সংগ্রহ ও তাদের প্রশিক্ষণ কাজে পরামর্শ দেয়া ও সমন্বয় করা এবং নির্বাচনের আগে ও পরে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে সংগঠিত ও পরিচালনা করা;

৩. **উপাত্ত সংগ্রহ:** নির্বাচন দিনের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও তা একত্রিত করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর ও উপযোগী পদ্ধতি প্রণয়ন ও সেটি সমন্বয় করা যাতে নির্বাচনের পর দ্রুততার সঙ্গে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়;

৪. **মিডিয়া:** সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করা, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রেস বিজ্ঞপ্তি তৈরি ও সমন্বয়, সাংবাদিক সম্মেলন সমন্বয় এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে কোন ধরনের ভুল তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে সেটি সংশোধন করা;

৫. **এডভোকেসি:** ওয়ার্কিং গ্রুপের পক্ষে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা এবং আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের লক্ষ্যে লবি করা;

৬. **এক্রিডিটেশন:** নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের জন্য অত্যাবশ্যক নির্বাচন কমিশনের এক্রিডিটেশন বা অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা, প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্রের কার্ড ছাপানো এবং সেগুলো পর্যবেক্ষকদের কাছে সথাসময়ে পৌছানো।

প্রতিটি সাব-গ্রুপের কাজের বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

www.pathagar.com

২০০১ ওয়ার্কিং
গ্রুপ সভা

www.pathagar.com

লিখিত উপকরণসমূহ

পর্যবেক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও নির্দেশনা দেয়ার জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপের একটি অভিন্ন সহায়িকা প্রস্তুত করার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও একটি মূল প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচি এবং উপাত্ত সংগ্রহ ও তা একত্রিত করতে কতগুলো আদর্শ ফরম তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে।

সহায়িকা

সহায়িকা তৈরির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত উপকরণের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজন মতো বাংলাদেশের বিগত নির্বাচনগুলোতে কিংবা অন্য কোন দেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে এমন সহায়িকা সমূহ উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ধরনের সহায়িকাকে কোন একটি নির্দিষ্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কাজের উপযোগী করে নেয়া যেতে পারে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সহায়িকা বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ছাপানো উচিত। এটি স্বাভাবিক যে, দাতা সংস্থা প্রস্তুতকৃত উপকরণগুলোর নমুনা কপি দেখতে চাইবে। অন্যদিকে পর্যবেক্ষণের কাজে সহায়িকার যে অংশগুলো ব্যবহৃত হবে সেটি দেশীয় পর্যবেক্ষকদের সুবিধার্থে বাংলায় হতে হবে। আবার একথাও ঠিক যে, সহায়িকার ইংরেজি সংস্করণ বিদেশী পর্যবেক্ষকদের জন্য গাইড হিসেবে কাজ করবে।

'নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সহায়িকা'-য় নিম্নলিখিত প্রধান উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত:

- নির্বাচন পদ্ধতির অফিসিয়াল বর্ণনা (বুথ খোলার সময় ও নিয়ম-কানুন, ভোটারের নাম লিস্টের সঙ্গে মিলানো, ভোটারকে ব্যালট প্রদান, ব্যালটে গোপনে ভোট প্রদানের জন্য নির্ধারিত স্থান দেখিয়ে দেয়া, হাতের বুড়ো আঙ্গুলে অমোচনীয় কালি লাগানো, ইত্যাদি)
- ভোট গণনা পদ্ধতির বর্ণনা
- নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের আচরণবিধি
- পর্যবেক্ষকদের অধিকার ও দায়িত্ব
- সম্ভাব্য অনিয়মের তালিকা প্রণয়ন, যাতে করে পর্যবেক্ষকগণ বুঝতে পারেন তাকে কোন দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

www.pathagar.com

- কোন অনিয়ম দেখলে পর্যবেক্ষকের করণীয় বর্ণনা;
- পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ করা।

ফরম

২০০১ সালের নির্বাচনে ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপ বুঝতে পারল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ফরম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফরমসমূহ নির্বাচন সহায়িকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা খুব সুবিধাজনক। কারণ ফরমগুলো সহায়িকার মাধ্যমে পর্যবেক্ষকদের কাছে সহজলভ্য করা যায়। তিন ধরনের ফরম সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

১. নির্বাচনী বুথ পর্যবেক্ষণ ফরম

২. ভোট গণনা ফরম

৩. ভোট কেন্দ্রের ফলাফল একত্রিকরণের ফরম

এছাড়াও সকল পর্যায়ের ভোট সংখ্যা একত্রিত করণের সুবিধা পেতে আরো কয়েক ধরনের ফরম বিতরণ করার দরকার হতে পারে।এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- ইউনিয়ন
- নির্বাচনী এলাকা

সকল ধরনের ফরম প্রস্তুতের কাজটি উপকরণ তৈরি সাব-গ্রুপের সদস্যরা করে থাকে। তবে অন্যান্য সদস্য সংস্থাগুলো। সাধারণ অধিবেশনে ফরম সংক্রান্ত আলোচনা করতে এবং এর উন্নয়নে মতামত দিতে পারে।

পোলিং বুথ পর্যবেক্ষণ ফরম প্রস্তুতকালে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

- প্রশ্নের জবাব এবং সংখ্যাভিত্তিক তথ্যের 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' দিয়ে দেয়ার সুযোগ থাকার জন্য অনুরোধ করা।
- শনাক্তকারী তথ্যসহ ফরমের মোট পৃষ্ঠা যেন ১ বা ২ এর বেশি না হয়।
- নৈর্ব্যক্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় এমন উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত করা (যেমন: ভোট কেন্দ্র কি পোস্টার, ব্যানার, দেয়াল লিখন কিংবা অন্য কোন প্রকার প্রচারণামূলক উপকরণ মুক্ত?)

www.pathagar.com

- নির্বাচনের নিয়মকানুনের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা।

- পদ্ধতিগত সকল বিষয়, যেমন নির্বাচন কেন্দ্রের পরিবেশ, ভোট দান পদ্ধতি থেকে শুরু করে ভোট গণনা পর্যন্ত পুরো পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা।

- পর্যবেক্ষকদের জন্য বাস্তবধর্মী ও বস্তুনিষ্ঠ বিচার বিবেচনাবোধকে কাজে লাগিয়ে সামগ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে তথ্য রেকর্ড করার সুযোগ থাকতে হবে, তবে স্কোরিং পদ্ধতি হতে হবে পরিমাপযোগ্য ও অভিন্ন, যাতে করে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মধ্যে তুলনাটি আইনসঙ্গতভাবে হয়।

- যতদূর সম্ভব সকল ধরনের ভোটারের মতামতকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিছু কিছু প্রশ্ন নারী ভোটার, বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় (প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং গর্ভবতী) এমন ভোটার, এবং ধর্মীয়, জাতিগত এবং ভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর সংখ্যালঘু ভোটারদের জন্য থাকতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে ২০০১ সালের নির্বাচনে ব্যবহৃত হয়েছে এমন দুটি ফরম পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে পুনঃমুদ্রণ করা হলো।

www.pathagar.com

চিত্র ১: নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ফরম

সংগঠন কপি

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১

কেন্দ্রভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ফরম

ফরম নং

নির্বাচন পর্যবেক্ষকের নাম | সংগঠন

ঠিকানা

১। জাতীয় আসন নং

২। কেন্দ্রের নাম

৩। কেন্দ্র নং/ বুথ নং

৪। ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড

৫। উপজেলা/থানা

৬। জেলা

৭। বুথ সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা

৮। কেন্দ্রের মোট ভোটার | পুরুষ | মহিলা

৯। ব্যালট সংখ্যা

১০। প্রিজাইডিং অফিসারের নাম

	আ. লীগ	বিএনপি	জাপা	জামাত	১১ দল	স্বতন্ত্র				
নির্বাচনী ক্যাম্প										
পোলিং এজেন্ট সংখ্যা										

নির্দেশনা : নিচের প্রশ্নগুলো ভালভাবে পড়ুন ও যথার্থস্থানে টিক (√) চিহ্ন দিন। কোন প্রশ্নের উত্তর 'না' হলে অপর পৃষ্ঠায় মন্তব্য অংশে বিস্তারিত লিখুন। ভেবেচিন্তে উত্তর দিন নিজের পর্যবেক্ষণ প্রদান করুন। কোনো গুজব দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

	হ্যাঁ	না
কেন্দ্রের পরিবেশ		
১। পূর্ব নির্ধারিত স্থানেই ভোটকেন্দ্র করা হয়েছে কি?		
২। ভোট কেন্দ্রের ভেতরে এবং ভোট কেন্দ্রের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কোনো প্রার্থীর পোষ্টার, ব্যানার, দেয়াল লিখন বা অন্য কোনো প্রচার সামগ্রী মুক্ত ছিল কি?		
৩। ভোট শুরুর পূর্বে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে খালি ব্যালট বাক্স দেখানো ও সীল করা হয়েছিল কি?		
৪। ভোট কেন্দ্রে আসার পথে, কেন্দ্রে অথবা কেন্দ্রের আশ-পাশে ভোটাররা বাধা এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভয়-ভীতি মুক্ত ছিল কি?		
ভোটগ্রহণ পর্ব		
৫। নির্দিষ্ট সময়ে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছিল কি?		
৬। গোপনীয়তা রক্ষা করে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল কি?		
৭। ভোটার তালিকা অভিযোগ মুক্ত ছিল কি?		
৮। ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ আইন মোতাবেক হয়েছে কি? (যেমন : ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া, অমোচনীয় কালির ব্যাবহার, ব্যালট পেপারে সীল, স্বাক্ষর করা ইত্যাদি)		
৯। ভোট কেন্দ্র জালভোট মুক্ত ছিল কি? (না হলে জাল ভোটের সংখ্যা)		
১০। সন্ত্রাস বা শুরুতর অনিয়ম ছাড়াই ভোটগ্রহণ অব্যাহত ছিল কি?		
১১। নারী ভোটাররা কোনো প্রকার ভয়ভীতি বা বাধা-বিপত্তি বা চাপ প্রয়োগ ছাড়াই ভোট দিতে পেরেছিল কি?		
১২। বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং প্রতিবন্ধী ভোটাররা অগ্রাধিকারভিত্তিতে ভোট দিতে পেরেছিল কি?		
১৩। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী ভোটাররা নিজেদের মনোনীত ব্যক্তির সহযোগিতা নিয়ে ভোট দিতে পেরেছিল কি?		
১৪। প্রার্থীর এজেন্টগণ কোন প্রকার বাধা ছাড়াই তাদের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে কি?		

www.pathagar.com

	হাঁ	না
১৫। নির্বাচনী কর্মকর্তারা নিরপেক্ষ ছিলেন কি?		
১৬। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন নিরপেক্ষ ছিলেন কি?		
১৭। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া সকল ভোটাররা ভোট দিতে পেরেছিল কি?		

ভোট গণনা পর্ব

১৮। মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্ট এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে ভোট গণনা হয়েছিল কি?			
১৯। কোনো অননুমোদিত/অবাঞ্ছিত ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়াই ভোট গণনা হয়েছে কি?			
২০। কোনো প্রকার আপত্তি/অভিযোগ ছাড়াই ভোট গণনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে কি?			
২১। সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে ভোট গণনার ফলাফল লিপিবদ্ধ হয়েছিল কি?			
২২। পোলিং এজেন্টদের ফলাফল সীট প্রদান করা হয়েছিল কি?			
২৩। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে আপনি উপস্থিত ও বাধামুক্ত ছিলেন কি?			

২৪। সর্বমোট প্রদত্ত ভোট পুরুষ [ ] মহিলা [ ] মোট : [ ]

সার্বিক মূল্যায়ন

২৫। এই কেন্দ্রের নির্বাচনের ওপর মূল্যায়ন (যে কোন একটিতে টিক (√) চিহ্ন দিন)

	নির্বাচন পর্যবেক্ষকের মতামত
ক) ভাল, উল্লেখযোগ্য কোনো অনিয়ম হয়নি	
খ) ছোটখাট অনিয়ম হয়েছে, নির্বাচনের ফলাফলে খুব একটা প্রভাব ফেলবে না	
গ) গুরুতর অনিয়ম হয়েছে, নির্বাচনের ফলাফলে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে	
ঘ) অতীব গুরুতর অনিয়ম হয়েছে, কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল হওয়া উচিত	

অতিরিক্ত প্রশ্ন

	হাঁ	না
২৬। ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু ভোটাররা কোনো প্রকার ভয়ভীতি বা বাধা-বিপত্তি বা চাপ প্রয়োগ ছাড়াই ভোট দিতে পেরেছিল কি?		

পর্যবেক্ষকের স্বাক্ষর [ ] তারিখ : [ ]

মন্তব্য অংশ

www.pathagar.com

চিত্র ২ : ভোট গণনা ফরম

নেটওয়ার্ক কপি

ভোট গণনার বিবরণ

ভোট কেন্দ্র .....

নির্বাচনী এলাকা .....

ক্রমিক নং	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের নম্বর	প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত আপত্তিকৃত ভোটের সংখ্যা	প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের মোট সংখ্যা কলাম (৩)+(৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

(১) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের মোট সংখ্যা (আপত্তিকৃত ভোটসহ) .....

.....

(২) গণনা বর্জিত সন্দেহমূলক ভোটের মোট সংখ্যা (সন্দেহমূলক আপত্তিকৃত ভোটসহ) .....

.....

(৩) (১) এবং (২) এর সমষ্টি .....

স্থান .....

তারিখ .....

পর্যবেক্ষকের স্বাক্ষর

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ

নিচের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি মূল, আদর্শ প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচি তৈরি করতে হবে:

- পর্যবেক্ষণ সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়
- পুরণকৃত ফরম
- আচরণবিধি
- নির্বাচন পদ্ধতি
- সম্ভাব্য অনিয়ম তালিকা
- নিরাপত্তা
- উপাত্ত একত্রিকরণ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভোটদান পদ্ধতি নিয়ে একটি মহড়া করা গেলে খুবই ভালো হয়। এই মহড়া নির্বাচনে প্রশিক্ষকগণ বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবেন। এতেকরে প্রশিক্ষণার্থীগণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পুরো পদ্ধতিটি ও তাদের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাবে। ফলে নির্বাচনের দিনে সঠিক কাজটি করতে পারবেন।

সদস্য সংস্থাগুলো ইচ্ছে করলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তাদের এলাকার জন্য প্রযোজ্য বা উপযোগী বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন যেমন, সম্ভাব্য অনিয়ম, স্থানীয় ক্ষমতার গতিধারা, কর্মকর্তাদের মান কিংবা তাদের এলাকার জন্য প্রযোজ্য অন্য কোন বিষয়। তবে এ ধরনের বিষয়াদি অবশ্যই মূল প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচির উপর ভিত্তি করে হতে হবে।

২০০১ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচিত জেলা ও নির্বাচনী এলাকার সমন্বয়কারীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল ঢাকায় এবং পরবর্তীতে সমন্বয়কারীরা মাঠপর্যায়ের কর্মী নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। সাধারণভাবে বলা যায়, জাতীয় পর্যায়ে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংস্থাগুলো নিজেদের মধ্যে সম্পদের ভাগাভাগি করে সমন্বয়কারীদের জন্য যৌথভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ হয়েছে এক থেকে চার দিন। এ সময়ে এক ব্যাচে ৮০ জন পর্যন্ত পর্যবেক্ষকের প্রশিক্ষণ হয়েছে। ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের গাইডলাইন ব্যবহার করে ও ঐচ্ছিক বিষয়াদি সংযুক্ত করে সংস্থাগুলো নিজেরাই এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

www.pathagar.com

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নির্দেশিকা

ভোট প্রদানের ধাপ সমূহ

www.pathagar.com

দেশব্যাপী কাভারেজ

নির্বাচনের সময় ১০০ শতাংশ ভোট বাক্স পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনশক্তি নিয়োগের কৌশল ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের সম্মিলিতভাবে নির্ধারন করতে হবে। এই কৌশলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে পর্যবেক্ষক নিয়োগ, পর্যবেক্ষকের জন্য অনুমোদিত ব্যয় এবং ভোট কেন্দ্রে নিয়োজিত ও ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষকদের উপাধি সংক্রান্ত বিষয়াদি।

পর্যবেক্ষণ ব্যয় কমাতে সুপারিশ করা যাচ্ছে যে, ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংস্থাগুলো ভোট কেন্দ্রের কাছাকাছি এলাকা থেকে স্বেচ্ছাসেবী পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবে। এ লক্ষ্যটি বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংস্থাগুলো এমনভাবে পর্যবেক্ষণ এলাকা বাছাই করবেন যাতে তাদের নিজেদের কর্মএলাকার মাঠকর্মীদের কাজে লাগানো যায় কিংবা প্রতিনিধিদের সহজেই স্থানান্তর করা যায়। যেসকল স্থানে সহজে পৌছানো যায় না কিংবা ওয়ার্কিং গ্রুপ সদস্যদের কর্ম এলাকা নয় এমন জায়গাগুলোতে স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্র এনজিওগুলোকে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

সর্বোচ্চ কাভারেজ নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট সংখ্যক সংস্থাকে একেকটি নির্বাচনী এলাকায় নিয়োজিত করতে হবে। ২০০১ সালের নির্বাচনে ইলেকশন মনিটরিং ওয়াকিং গ্রুপ একেকটি নির্বাচনী এলাকায় তিন থেকে পাঁচটি সংস্থাকে নিয়োজিত করেছিল যাতে তারা একে অপরের উপর নজরদারিও করতে পারে। প্রতিটি সংস্থা ও ব্যক্তির প্রকৃত দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত করতে ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের তালিকা অনুসরণ করেছে। এই তালিকায় বিভাগ, নাম ও নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা, এবং ভোট কেন্দ্র ও বুথের সংখ্যা উল্লেখ রয়েছে। সদস্য সংস্থাগুলো এই তালিকাকে তাদের কাজের ক্ষেত্রে গাইডলাইন হিসেবে ব্যবহার করেছে। এই তালিকাকে ব্যবহার করে ওই সকল নির্বাচনী এলাকায় কোন সংস্থাগুলোর কর্মী স্থানান্তর করার সুযোগ রয়েছে, ১০০ শতাংশ নির্বাচনী বুথ পর্যবেক্ষণ করতে হলে সম্ভাব্য কতজন পর্যবেক্ষক দরকার হতে পারে তা নির্ধারণ এবং নির্বাচনী এলাকার সমন্বয় কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারেন এমন একজন ব্যক্তিকে প্রতিটি সংস্থা থেকে নির্বাচন করা হয় যিনি ওই নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় বসবাস করেন। নির্বাচিত প্রতিনিধি ওই নির্বাচনী এলাকার সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবেন। তার ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর বিভিন্ন ধরনের ফরমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখিত চিত্র- ৩ এ পর্যবেক্ষকদের দায়িত্বের বিবরণসহ নির্বাচন কেন্দ্রের একটি নমুনা পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা হলো।

www.pathagar.com

চিত্র-৩: নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক নমুনা পর্যবেক্ষক তালিকা

No.	Name of Constituency	Organization and Monitors		Poll Centers in 96 (Est. booths in 96)	Name of contact person	Tel/Fax/Email
		Total : 727				
				NILPHAMARI ZILA:		
12	Nilphamari – 1	BNPS - 265 Dem. Watch-92 FEMA – 233 RDRS – 134 Total : 758	NEOC - 10	111 (496)	Sanker Kumar De Dhara (BNPS-Manob Kallyan Parishad) Humayun Kabir Mazumder. P.O.+Ps.: Bhoda, Panchagar.	
13	Nilphamari – 2	BNPS - 265 FEMA – 233 Khan Found.- 200 RDRS – 134 Total : 858	NEOC - 10	92 (407)	Sanker Kumar De Dhara (BNPS-Manob Kallyan Parishad) Aminul Huque (LM) Shahin Jahangir Alam (KF), CAMP	
14	Nilphamari – 3	BNPS - 265 FEMA – 233 RDRS – 134 Total : 658	NEOC - 10	73 (323)	Sanker Kumar De Dhara (BNPS-Manob Kallyan Parishad)	
15	Nilphamari – 4	BNPS - 265 FEMA – 233 Total : 524	NEOC - 10	89 (393)	Sanker Kumar De Dhara (BNPS-Manob Kallyan Parishad) Aminul Huque (LM)	
				LALMONIRHAT ZILA:		
16	Lalmonirhat – 1	BNPS - 265 FEMA – 233 Khan Found.- 200 RDRS - 133 Total : 857	NEOC - 10	90 (398)	Tarikul Islam (RDRS) Dilip Kumar Sarker (BNPS-Zibika) MA Jalil (KF), ADO, Hatibandhaq	
17	Lalmonirhat – 2	BNPS - 265 FEMA – 233 Khan Found.- 200 RDRS – 134 Total : 857	NEOC - 10	90 (398)	Tarikul Islam (RDRS) Dilip Kumar Sarker (BNPS-Zibika) Abdus Sobhan Badol (DW), Palli Progoti	
18	Lalmonirhat – 3	BNPS - 265 FEMA – 233 Khan Found.- 200 RDRS - 134 Total : 857	NEOC - 10	55 (243)	Tarikul Islam (RDRS) Dilip Kumar Sarker (BNPS-Zibika) Ad. Jinat Ferdous Ara Rosi (KF)	
				RANGPUR ZILA:		
19	Rangpur – 1	FEMA – 233 Khan Found - 200 Total : 433	NEOC - 10	83 (367)	Monzuddin (LM) Ansar Ali (KF), NDC	
20	Rangpur – 2	FEMA – 233 Total : 233	NEOC - 10	86 (380)		
21	Rangpur – 3	FEMA – 233 Khan Found.- 200 Total : 433	NEOC - 10	93 (411)	Jalal Sarker (KF), NDC	
22	Rangpur – 4	FEMA – 233 Khan Found.- 200 Total : 433	NEOC - 10	96 (424)	Samsul Rahman (LM) Jahedul Islam (KF), NDC	
23	Rangpur – 5	FEMA – 233 Total : 233	NEOC - 10	96 (424)	Samsul Rahman (LM)	
24	Rangpur – 6	FEMA – 233 Total : 233	NEOC - 10	72 (318)		
				KURIGRAM ZILA:		
25	Kurigram – 1	FEMA – 233 BNPS - 265 RDRS – 133 Total : 657	NEOC - 10	127 (561)	Liaquat Ali Khan (RDRS) Manik Chowdhury (BNPS-Zibika) Golam Mostafa (LM) Ganesh Chandra Sen (Brotee) Barobari Samaj Unnayan Sangstha, Motlar para	
26	Kurigram – 2	BNPS - 265 FEMA – 233 Khan Found.-200 RDRS – 133 Total : 857	NEOC - 10	134 (592)	Manjusree Shaha (RDRS) Manik Chowdhury (BNPS-Zibika) Ferdousi Hosen Shapra (KF), KDC Ganesh Chandra Sen (Brotee) Barobari Samaj Unnayan Sangstha, Motlar para	
27	Kurigram – 3	BNPS - 265 FEMA – 233 Khan Found 200	NEOC - 10	99 (436)	Manjusree Shaha (RDRS) Manik Chowdhury (BNPS-Zibika) Ganesh Chandra Sen (Brotee)	

www.pathagar.com

পর্যবেক্ষকদের নমুনা তালিকা সংস্থাগুলোর মাঝে বিনিময় করা হয়েছে। যখন প্রয়োজন হবে, সংস্থাগুলো মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষক পাঠানোর আগে অন্যান্য এনজিওদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবে যাতে কোন এক স্থানে অনেক বেশি পর্যবেক্ষক নিয়োজিত হওয়ায় অন্য কোন স্থানে পর্যবেক্ষক সংখ্যা কম না হয়ে যায় এবং নির্বাচনী এলাকার সকল পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপ একমত হয়েছে যে, নির্বাচনী কেন্দ্রে কমপক্ষে দু'টি সংস্থা থেকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে যাতে করে কাজের ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

পর্যবেক্ষক এমনভাবে নিয়োগ করতে হবে যাতে দেশের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি বুথে একজন করে পর্যবেক্ষক থাকেন। তারা প্রতিটি ব্যালট বাক্স স্থাপনের আগে সেটি খালি কিনা দেখা থেকে শুরু করে ওই বাক্সের ভোট গণনা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করবেন। এ ধরনের পর্যবেক্ষককে "স্টেশনারি পর্যবেক্ষক" বলা হচ্ছে। কিছু কিছু সংস্থা ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে যারা এক ভোট কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে ঘুরে দেখবেন। এই ধরনের ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন দিনের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পর্যবেক্ষণ মনিটর করবেন। ওয়ার্কিং গ্রুপ ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষক সংখ্যার দিকে নিয়ন্ত্রণমূলক সতর্ক দৃষ্টি রাখবে কারণ এ ধরনের পর্যবেক্ষণ প্রতিটি পৃথক ভোটের ক্ষেত্রে কোন ধরনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে না। যদি কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবাধে ও বড় ধরনের অসুবিধা ছাড়াই চলাফেরা করা যায় সে ক্ষেত্রে সীমিত সংখ্যক ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষককে নিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি পাবলিক ও প্রাইভেট পরিবহন ব্যবস্থা সীমিত থাকে তবে ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষণের বিষয়টিতে গুরুত্ব কম দিতে হবে।

পর্যবেক্ষক প্রতি ব্যয় যতদূর সম্ভব কমাতে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের আন্তরিক চেষ্টা থাকতে হবে। জেলা ও নির্বাচনী এলাকার সমন্বয়কারীগণ ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংস্থার বেতনভুক্ত কর্মী হবে বাকিরা যতদূর সম্ভব স্বেচ্ছাসেবী হবে। তাদের খরচের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাতায়াত খরচ, খাওয়া খরচ এবং ক্ষেত্রবিশেষে নির্বাচনে পূর্ব রাতে থাকার খরচ। তবে সামগ্রিক বাজেটে অন্যান্য খরচ যেমন, সহায়িকা, ফরমসমূহ, প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং কার্যালয় পরিচালনা ব্যয় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। ভবিষ্যতে নির্বাচনগুলোতেও ১০০ শতাংশ কাভারেজ বজায় রাখা অব্যাহত রাখতে ব্যয় গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রাখা আবশ্যক যাতে করে পর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদ মবিলাইজ করা যায় এবং শতভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণতা (শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান) অর্জন করা যায়।

www.pathagar.com

পর্যবেক্ষক নিয়োগ

ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংস্থাগুলোর মধ্য থেকে এবং ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে হবে। যে স্থানে নিয়োগ করা হবে তার কাছাকাছি এলাকা থেকে যতবেশি সম্ভব পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা উচিত, এতে করে ব্যয় কমানো যায় এবং পর্যবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত এলাকায় যাওয়া নিশ্চিত করা যায়। পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে নিচে উল্লেখিত সুপারিশমালা বিবেচনায় রাখতে হবে:

- পর্যবেক্ষককে অবশ্যই কোন একটি এনজিও কিংবা অন্য কোন নিবন্ধিত সংস্থার প্রতিনিধি হতে হবে।
- কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক পর্যবেক্ষকের জন্য বিদেশী তহবিল গ্রহণ করতে হলে সংস্থাসমূহকে অবশ্যই এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন থাকতে হবে।
- সংস্থাগুলো নিজ নিজ সংস্থার পর্যবেক্ষকদের জন্য এক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু করবেন।
- নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে তবেই পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা যাবে (২০০১ সালে নির্বাচনে যে নিয়মগুলো অবশ্যই পালনীয় ছিল তার মধ্যে ছিল পর্যবেক্ষকের বয়স ২৫ বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে, কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোন ধরনের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক থাকা চলবে না এবং পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচিত উপজেলা পর্যবেক্ষকের বসবাসকৃত উপজেলা থেকে ভিন্ন হতে হবে।)
- পর্যবেক্ষককে অবশ্যই আচরণ বিধি (নিচে উল্লেখিত চিত্র ৪) মেনে চলতে হবে এবং পর্যবেক্ষণের জন্য তৈরিকৃত ফরম ব্যবহারের অঙ্গীকার করতে হবে।

www.pathagar.com

চিত্র ৪ : আচরণ বিধি

নির্বাচন পর্যবেক্ষকের আচরণবিধি

- পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত পরিচিতি পত্র সঙ্গে বহন করবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দেখতে চাইলে দেখাবেন।
- পর্যবেক্ষকগণ দায়িত্ব পালনে কঠোরভাবে নিরপেক্ষ থাকবেন এবং কখনোই কোন দল কিংবা প্রার্থীর পক্ষে কোন ধরনের পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রকাশ করবেন না। কিংবা বিতর্কিত কোন ইস্যু কিংবা রাজনৈতিকভাবে নির্বাচন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়াবেন না।
- পর্যবেক্ষকগণ কোন দলের প্রতীক, রঙ কিংবা ব্যানার পরিধান কিংবা প্রদর্শন করবেন না।
- পর্যবেক্ষকগণ সংযতভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন এবং তারা নির্বাচন প্রক্রিয়া, ভোটের দিনের প্রক্রিয়া কিংবা ভোট গণনা কোন কিছুতেই হস্তক্ষেপ করবেন না।
- কোন ধরনের অনিয়ম দেখা গেলে পর্যবেক্ষকগণ সে সম্পর্কে নির্বাচন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন কিন্তু এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কি হবে সে সম্পর্কে নির্বাচন কর্মকর্তাকে কোন ধরনের নির্দেশ দেবেন না কিংবা পূর্বের কোন সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য বলবেন না।
- পর্যবেক্ষকগণ সুনিবন্ধিত, তথ্যবহুল ও যাচাইকৃত ঘটনার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। এবং–
- পর্যবেক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের নিয়ম কানুন মেনে চলবেন।

www.pathagar.com

নির্বাচন পর্যবেক্ষক

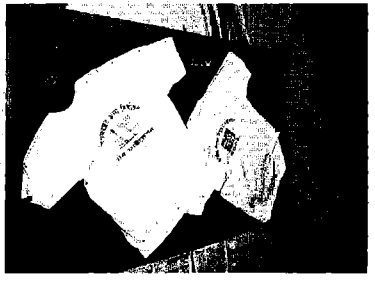

পর্যবেক্ষকদের সহজে চেনার উপকরণসমূহ

www.pathagar.com

সংখ্যাসমূহ

উপাত্ত সমষ্টিকরণের গতি ও মান বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে ওয়ার্কিং গ্রুপকে অবশ্যই একটি কৌশল প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে পর্যবেক্ষকদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্ত একত্রিত করার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে প্রেরণ করা যায় এবং সবশেষে একত্রিতকরণ ও সারণিকরণের জন্য কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং গ্রুপে পাঠানো যায়।

২০০১ সালের নির্বাচনে ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপ একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে পোলিং বুথে নিয়োজিত প্রতিজন পর্যবেক্ষক একই রকম দেখতে দু'টি পর্যবেক্ষণ ফরম পূরণ করেছে। একটি কপি পোলিং ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিনিধির কাছে প্রদান করা হয়েছে এবং অন্য কপিটি তাদের সংস্থায় প্রদান করেছে। পরবর্তী কাজ হলো প্রতিজন পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণ ফরমের ২৬টি প্রশ্নের ভিত্তিতে তাদের পর্যবেক্ষণগুলো একত্রিত করে একট চূড়ান্ত পোলিং স্টেশন রিপোর্ট তৈরি করা। এরপর নির্বাচন কেন্দ্রে ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এই ফরমটি (এবং সহায়ক হিসেবে প্রতিজন পর্যবেক্ষকের ফরম) ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের ইউনিয়ন ফোকাল পয়েন্টে প্রেরণ করে। ইউনিয়ন ফোকাল পয়েন্ট কমিটি ওই নির্দিষ্ট ইউনিয়নে পর্যবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর মধ্য থেকে কমপক্ষে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠন করা হয়।

পরবর্তী পদক্ষেপ হলো কোন একটি নির্বাচনী এলাকার সকল ইউনিয়নের উপাত্ত একত্রিকরণের মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা এবং সেটি নির্বাচন সমন্বয় কমিটির কাছে হাতে হাতে পৌছানো। এই কমিটি ইউনিয়ন উপাত্ত নির্বাচনী প্রতিবেদনে একত্রিত করেন। এভাবে ৩০০ নির্বাচনী এলাকার প্রতিবেদন প্রস্তুত করাহয় এবং এগুলো ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঢাকায় অবস্থিত ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপ সমন্বয় অফিসে ফ্যাক্স করে পাঠানো হয়। এরপর উপাত্ত ফরম এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সকল ধরনের ফরম কুরিয়ারে করে ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের কাছে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে নির্বাচনী এলাকা থেকে ঢাকায় প্রাপ্ত সকল উপাত্ত কম্পিউটারে এন্ট্রি দেয়ার জন্য পৃথক একটি ডাটা ম্যানেজমেন্ট ফার্মকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। চিত্র-৫ এ ইলেকশন মনিটরিং ওয়াকিং গ্রুপ নেটওয়ার্কের পরিকল্পিত কাঠামো দেখানো হয়েছে।

www.pathagar.com

চিত্র-৫ : ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপ নেটওয়ার্কের পরিকল্পিত কাঠামো

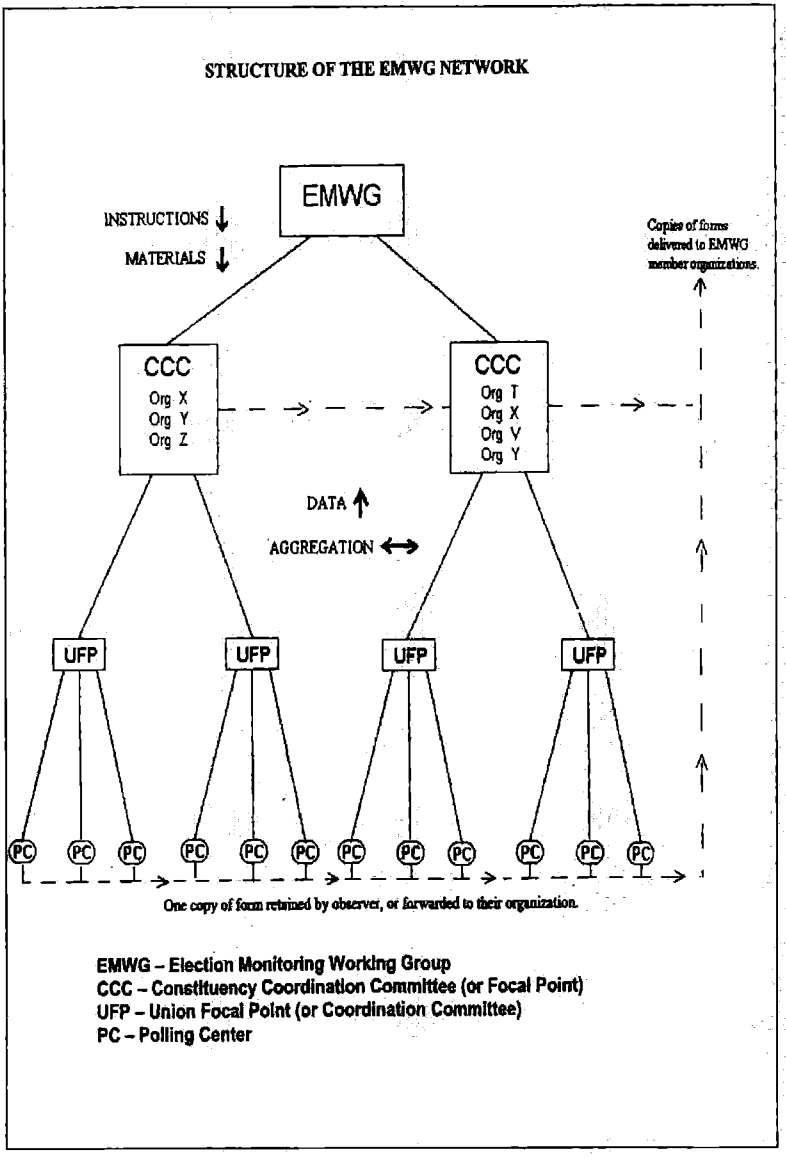

www.pathagar.com

২০০১ সালের নির্বাচনে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নির্বাচনী এলাকায় উপাত্ত একত্রিকরণের প্রকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যে কারণে দেখা গিয়েছে হাজার হাজার পর্যবেক্ষকদের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ফরম ঢাকা অফিসে ফ্যাক্স করে পাঠানো হয়েছে। এর ফলে নিম্নস্তরে প্রতিবেদন প্রস্তুতের যে পরিকল্পনা ছিল সেটি মান্য করা হয়নি। নির্বাচনের দিনের শেষে ঢাকাস্থ ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের অফিস পর্যবেক্ষকদের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ফরমে ভরে গেল। এ অবস্থায় প্রতি স্তরে সমষ্টিকরণের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরির যে ধারণাটি ছিল সেটি অর্জনের লক্ষ্যে চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা গেল সেটি করা প্রায় অসম্ভব। তখন নতুন করে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো হলো প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি সংস্থা ইউনিয়ন ও নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক উপাত্ত একত্রিত করে প্রতিবেদন জমা দিবে।

পূর্ব পরিকল্পনা থেকে সরে আসার কারণে দি এশিয়া ফাউন্ডেশন ও ডাটা ম্যানেজমেন্ট ফার্মকে কয়েক সপ্তাহ অতিরিক্ত কাজ করতে হয়েছে। নতুন করে প্রতিটি ডাটা পরীক্ষা করতে হয়েছে, যোগ করতে হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হয়েছে। এ ধরনের একটি সদস্যাসঙ্কুল অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রতিবেদন পেশের আগে নিম্ন স্তরে উপাত্ত সমষ্টিকরণ ও সমন্বয় করার কাঠামো অনুসরণের গুরুত্ব সদস্য সংস্থাগুলো অনুধাবন করতে পেরেছে।

উপাত্ত সমষ্টিকরণের কাজটি পর্যবেক্ষণ কাঠামোর প্রতিটি স্তরে: নির্বাচন কেন্দ্র, ইউনিয়ন ও নির্বাচনী এলাকায় করার প্রয়োজন রয়েছে। নিচে উল্লেখিত চিত্র-৬ এ দেখানো হয়েছে ইউনিয়ন পর্যবেক্ষণ একত্রিতকরণ ফরম এবং ইউনিয়ন ফলাফল একত্রিতকরণ ফরম। এই দু'টি ফরম নির্বাচন ফলাফল যোগ করার জন্য ব্যবহৃত হবে। পোলিং স্টেশন ও নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রস্তুতকৃত ফরম দু'টির সংস্করণ একই রকম শুধুমাত্র 'স্থান' চিহ্নিত বক্সটি ভিন্ন। 'স্থান' চিহ্নিত বক্সটিতে নির্বাচনী এলাকা, ইউনিয়ন এবং নির্বাচন কেন্দ্র যখন যেটি প্রযোজ্য সেটি বসাতে হবে।

www.pathagar.com

চিত্র ঃ-৬ ইউনিয়ন পর্যবেক্ষণ একত্রিকরণ ফরম

সকল মূল পর্যবেক্ষণ ফরম এর সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে

নেটওয়ার্ক কপি

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১

ইউনিয়ন পর্যবেক্ষণ একত্রিকরণ ফরম

ইউনিয়ন:		নাম	সংখ্যা
থানা:			
নির্বাচনী এলাকা:			
জাতীয় আসন নং			
জেলা:			
সর্বমোট সংগৃহীত রিপোর্ট *			
ইউনিয়নের সর্বমোট পোলিং সেন্টার			
ইউনিয়নের সর্বমোট পোলিং বুথ			

পোলিং বুথ পর্যবেক্ষণের সমস্ত তথ্য একত্রিত করে নিচের সঠিক অপশন সম্বলিত "হ্যাঁ" ও সর্বমোট "না" লিখুন

১. পূর্ব নির্ধারিত স্থানেই ভোটকেন্দ্র করা হয়েছে কি?		
২. ভোট কেন্দ্রের ভেতরে এবং ভোট কেন্দ্রের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কোনো প্রার্থীর পোস্টার, ব্যানার, দেয়াল লিখন বা অন্য কোনো প্রচার সামগ্রীমুক্ত ছিল কি?		
৩. ভোট শুরুর পূর্বে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে খালি ব্যালট বাক্স দেখানো ও সীল করা হয়েছিল কি?		
৪. ভোটকেন্দ্রে আসার পথে, কেন্দ্রে অথবা কেন্দ্রের আশে পাশে ভোটাররা বাধা এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভয়-ভীতি মুক্ত ছিল কি?		
ভোটগ্রহণ		
৫. নির্দিষ্ট সময়ে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছিল কি?		
৬. গোপনীয়তা রক্ষা করে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা ছিল কি?		
৭. ভোটার তালিকা অভিযোগ মুক্ত ছিল কি?		
৮. ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ আইন মোতাবেক হয়েছে কি? (যেমন : ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া, অমোচনীয় কালির ব্যবহার, ব্যালট পেপারে সীল, বাক্সর করা ইত্যাদি)		
৯. ভোট কেন্দ্র জালভোট মুক্ত ছিল কি? (না হলে জাল ভোটের সংখ্যা)		
১০. সন্ত্রাস বা শুরুতর অনিয়ম ছাড়াই ভোটগ্রহণ অব্যাহত ছিল কি?		
১১. নারী ভোটাররা কোনো প্রকার ভয়ভীতি বা বাধা-বিপত্তি বা চাপ প্রয়োগ ছাড়াই ভোট দিতে পেরেছিল কি?		
১২. বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং প্রতিবন্ধী ভোটাররা অগ্রাধিকারভিত্তিতে ভোট দিতে পেরেছিল কি?		
১৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী ভোটাররা নিজেদের মনোনীত ব্যক্তির সহযোগিতা নিয়ে ভোট দিতে পেরেছিল কি?		
১৪. প্রার্থীর এজেন্টগণ কোনো প্রকার বাধা ছাড়াই তাদের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে কি?		
১৫. নির্বাচনী কর্মকর্তারা নিরপেক্ষ ছিলেন কি?		
১৬. নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন নিরপেক্ষ ছিলেন কি?		
১৭. নির্বাচনী আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া সকল ভোটাররা ভোট দিতে পেরেছিল কি?		

www.pathagar.com

[illegible]		
১৮. মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্ট এবং নির্বাচন [illegible] কি?		
১৯. কোনো অননুমোদিত/অবাঞ্ছিত ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়াই ভোট গণনা হয়েছে কি?		
২০. কোনো প্রকার আপত্তি/অভিযোগ ছাড়াই ভোট গণনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে কি?		
২১. নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে আপনি ভীতি ও বাধামুক্ত ছিলেন কি?		
২২. সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে ভোট গণনার ফলাফল লিপিবদ্ধ হয়েছিল কি?		
২৩. পোলিং এজেন্টদের ফলাফল শীট প্রদান করা হয়েছিল কি?		
[illegible]		
২৪. সর্বমোট প্রদত্ত ভোট		

[illegible]		
ক)	ভালো, উল্লেখযোগ্য কোনো অনিয়ম হয়নি	
খ)	ছোটখাট অনিয়ম হয়েছে, নির্বাচনের ফলাফলে খুব একটা প্রভাব ফেলবে না	
গ)	গুরুতর অনিয়ম হয়েছে, নির্বাচনের ফলাফলে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে	
ঘ)	অতীব গুরুতর অনিয়ম হয়েছে, সেক্ষেত্রে ফলাফল বাতিল করা উচিত	

অতিরিক্ত প্রশ্ন		সর্বমোট "হ্যাঁ"	সর্বমোট "না"
২৬	ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু ভোটাররা কোনো প্রকার ভয়ভীতি বা বাধাবিপত্তি বা চাপ প্রয়োগ ছাড়াই ভোট দিতে পেরেছিল কি?		

ইউনিয়ন সমন্বয়কারীর স্বাক্ষর		[illegible]	[illegible]

* *এই সংখ্যাটি অবশ্যই যতগুলো পর্যবেক্ষণ ফরমের তথ্য এখানে একত্রিতকরণ করা হয়েছে এবং যতগুলো মূল পর্যবেক্ষণ ফরম [illegible] সংযুক্ত আছে তার সমান হতে হবে।*

www.pathagar.com

সকল মূল ফলাফল ফরম এর সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে

নেটওয়ার্ক কপি

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১

[illegible]

ইউনিয়ন:		নাম	সংগঠন
থানা:			
নির্বাচনী এলাকা:			
জাতীয় আসন নং:			
জেলা:			
সর্বমোট সংগৃহীত রিপোর্ট *			
ইউনিয়নের সর্বমোট পোলিং সেন্টার			
ইউনিয়নের সর্বমোট পোলিং বুথ			

সকল পোলিং সেন্টারের ফলাফল ফরমের তথ্য একত্রিত করে নিচের সঠিক অংশ পূরণ করুন

১	২	৩	৪	৫	৬

১. প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের মোট সংখ্যা (আপত্তিকৃত ভোটসহ)..

২. গণনা কর্মীর সন্দেহমূলক ভোটের মোট সংখ্যা (সন্দেহমূলক আপত্তিকৃত ভোটসহ)..

৩. (১) এবং (২) এর সমষ্টি ....

ইউনিয়ন সমন্বয়কারীর স্বাক্ষর:		তারিখ:	

* *এই সংখ্যাটি অবশ্যই যতগুলো ফলাফল ফরমের তথ্য এখানে একত্রিতকরণ করা হয়েছে এবং যতগুলো মূল ফলাফল ফরম এর সাথে সংযুক্ত করা হবে তার সমান হতে হবে*

www.pathagar.com

মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাত্ত একত্রিতকরণ ও সেগুলো পুনঃপরীক্ষা করার কাজ সম্পন্ন হওয়ামাত্র দাতা সংস্থা ও অন্যান্য উৎসাহী পক্ষগুলো ফলাফল জানার জন্য পরীক্ষা করে দেখার জন্য গ্রীব হয়ে উঠে। কম্পিউটারে এন্ট্রি থাকার কারণে উপাত্তকে নানানভাবে উপস্থাপন করা যায়। নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক, প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার ইউনিয়ন ভিত্তিক, প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় কর্মরত সংস্থা ভিত্তিক, প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় ইউনিয়ন ভিত্তিক ও সেই ইউনিয়নে কর্মরত সংস্থা ভিত্তিক এবং এমনকি বুথ ভিত্তিক ও নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক উপাত্ত উপস্থাপন করা যায়। ২০০১ সালের নির্বাচনের উপাত্তের উপর ভিত্তি করে উপরে উল্লেখিত সব ধরনের উপাত্ত উপস্থাপনকে নিচে টেবিল আকারে দেখানো হলো।

www.pathagar.com

চিত্র ৭ঃ বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত টেবিল

Bangladesh National Election October 1, 2001

Table 1: Constituency Level Data

1	Panchagarh-1	23	324	3.94	Passed
2	Panchagarh-2	23	476	3.99	Passed
3	Thakurgaon-1	25	447	3.99	Passed
4	Thakurgaon-2	17	284	4.00	Passed
5	Thakurgaon-3	13	275	4.00	Passed
6	Dinajpur-1	19	458	3.96	Passed
7	Dinajpur-2	17	560	3.98	Passed
8	Dinajpur-3	13	372	3.91	Passed
9	Dinajpur-4	17	356	3.98	Passed
10	Dinajpur-5	26	823	4.00	Passed
11	Dinajpur-6	25	358	3.98	Passed
12	Nilphamari-1	20	477	3.97	Passed
13	Nilphamari-2	16	325	3.95	Passed
14	Nilphamari-3	15	288	3.86	Passed
15	Nilphamari-4	12	275	3.90	Passed
16	Lalmonirhat-1	17	393	3.95	Passed
17	Lalmonirhat-2	16	469	3.98	Passed
18	Lalmonirhat-3	9	246	3.85	Passed
19	Rangpur-1	8	80	4.00	Passed
21	Rangpur-3	8	116	4.00	Passed
22	Rangpur-4	10	107	4.00	Passed
25	Kurigram-1	27	948	3.97	Passed
26	Kurigram-2	21	725	4.00	Passed
27	Kurigram-3	14	296	3.96	Passed
28	Kurigram-4	14	465	4.00	Passed
29	Gaibandha-1	14	255	3.83	Passed
30	Gaibandha-2	14	300	3.89	Passed
31	Gaibandha-3	20	396	3.95	Passed
32	Gaibandha-4	16	515	3.99	Passed
33	Gaibandha-5	10	168	4.00	Passed
34	Joypurhat-1	18	505	3.92	Passed
35	Joypurhat-2	14	240	3.92	Passed
36	Bogra-1	14	277	4.00	Passed
37	Bogra-2	12	219	3.99	Passed
38	Bogra-3	11	215	3.99	Passed
39	Bogra-4	13	208	4.00	Passed
40	Bogra-5	17	333	3.81	Passed
41	Bogra-6	19	521	3.98	Passed
42	Bogra-7	13	349	3.97	Passed
43	Nowabgonj-1	11	239	3.90	Passed
44	Nowabgonj-2	15	568	3.99	Passed
45	Nowabgonj-3	15	428	3.95	Passed
46	Noagoan-1	12	31	4.00	Passed
47	Noagoan-2	9	45	4.00	Passed
48	Noagoan-3	13	106	3.96	Passed
49	Noagoan-4	4	8	4.00	Passed
50	Noagoan-5	22	509	3.94	Passed
51	Noagoan-6	15	193	3.99	Passed
52	Rajshahi-1	12	470	3.95	Passed
53	Rajshahi-2	43	591	3.97	Passed
54	Rajshahi-3	22	434	3.97	Passed
55	Rajshahi-4	14	446	4.00	Passed
56	Rajshahi-5	12	377	3.97	Passed
57	Natore-1	17	290	3.89	Passed
58	Natore-2	12	256	3.84	Passed
59	Natore-3	14	134	3.93	Passed
60	Natore-4	14	170	3.98	Passed
61	Sirajgonj-1	11	214	4.00	Passed
62	Sirajgonj-2	14	593	3.99	Passed
63	Sirajgonj-3	16	326	3.84	Passed

Page 1

www.pathagar.com

Bangladesh National Election October 1, 2001

Table 2: Union Level Data by Constituency

Constituency No.	Constituency	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Panchagarh-1	ALOWA KHOWA	17	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	AMARKHANA	17	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	BALARAMPUR	20	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	BANGLA BANDHA	8	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	BHAJANPUR	7	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	BURABURI	5	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	CHAKLA HAT	28	3.86	Passed
1	Panchagarh-1	DEBNAGAR	10	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	DHAKKAMARA	11	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	DHAMOR	12	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	GARINABARI	5	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	HAFIZABAD	14	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	HARIBHASA	14	3.43	Passed
1	Panchagarh-1	KAMAT KAJAL DIGHI	23	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	MAGURA	22	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	MIRZAPUR	14	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	PANCHAGARH	12	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	RADHANAGAR	13	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	SALBAHAN	10	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	SATMARA	22	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	TARIA	15	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	TENTULIA	14	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	TIRNAIHAT	11	3.36	Passed
2	Panchagarh-2	BARA SHASHI	69	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	BARAPATIA	7	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	BENGHARI BANAGRAM	32	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	BILASHI	11	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	BODA	6	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	CHANDANBARI	22	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	CHENGTI	4	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	CHILAHATI	17	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	DANDAPAL	23	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	DEBIDOBA	10	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	DEBIGANJ	97	3.98	Passed
2	Panchagarh-2	JHALAISHALSIRI	8	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	KAJAL DIGHI KALIGANJ	6	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	KALIGANJ	12	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	MAIDAN DIGHI	15	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	MAREA BAMANHAT	31	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	PAMULI	14	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	PANCHPIR	24	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	SAKOA	15	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	SHALDANGA	15	3.67	Passed
2	Panchagarh-2	SONAHAR MALLIKADAHA	18	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	SUNDAR DIGHI	15	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	TEPRIGANJ	5	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	AKCHA	14	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	AKHANAGAR	16	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	AULIAPUR	19	3.95	Passed
3	Thakurgaon-1	BALIA	23	3.96	Passed
3	Thakurgaon-1	BARABARI	1	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	BARAGAON	18	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	BEGUNBARI	33	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	BHOMRADAHA	5	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	CHILARANG	18	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	DEBIPUR	16	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	GADURA	27	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	GAREYA	8	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	JAGANNATHPUR	23	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	JAMALPUR	19	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	KUSHA RANIGANJ	6	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	MAHAMMADPUR	21	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	NARGUN	24	3.98	Passed
3	Thakurgaon-1	RAHIMANPUR	28	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	RAJAGAON	14	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	ROYPUR	21	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	RUHEA	27	4.00	Passed

www.pathagar.com

Bangladesh National Election October 1, 2001

Table 3: Organization Level Data by Constituency

Constituency No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Panchagarh-1	BNPS	264	3.95	Passed
1	Panchagarh-1	BSEHR	51	3.92	Passed
1	Panchagarh-1	RDRS	9	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	BNPS	263	3.98	Passed
2	Panchagarh-2	BSEHR	12	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	FEMA	1	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	RDRS	200	3.99	Passed
3	Thakurgaon-1	BNPS	301	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	FEMA	12	3.92	Passed
3	Thakurgaon-1	RDRS	134	3.97	Passed
4	Thakurgaon-2	BNPS	217	4.00	Passed
4	Thakurgaon-2	RDRS	67	4.00	Passed
5	Thakurgaon-3	BNPS	213	4.00	Passed
5	Thakurgaon-3	FEMA	1	4.00	Passed
5	Thakurgaon-3	RDRS	61	4.00	Passed
6	Dinajpur-1	BNPS	271	3.93	Passed
6	Dinajpur-1	Khan Foundation	187	4.00	Passed
7	Dinajpur-2	BNPS	335	3.95	Passed
7	Dinajpur-2	Khan Foundation	199	4.00	Passed
7	Dinajpur-2	RDRS	26	4.00	Passed
8	Dinajpur-3	BNPS	168	3.82	Passed
8	Dinajpur-3	FEMA	1	4.00	Passed
8	Dinajpur-3	Khan Foundation	183	4.00	Passed
9	Dinajpur-4	BNPS	172	3.97	Passed
9	Dinajpur-4	Khan Foundation	184	3.99	Passed
10	Dinajpur-5	BNPS	274	3.99	Passed
10	Dinajpur-5	Democracywatch	349	4.00	Passed
10	Dinajpur-5	Khan Foundation	200	4.00	Passed
11	Dinajpur-6	BNPS	168	3.96	Passed
11	Dinajpur-6	Khan Foundation	190	4.00	Passed
12	Nilphamari-1	BNPS	259	3.96	Passed
12	Nilphamari-1	Democracywatch	92	4.00	Passed
12	Nilphamari-1	RDRS	126	3.98	Passed
13	Nilphamari-2	BNPS	233	3.93	Passed
13	Nilphamari-2	Khan Foundation	92	4.00	Passed
14	Nilphamari-3	BNPS	188	4.00	Passed
14	Nilphamari-3	RDRS	100	3.81	Passed
15	Nilphamari-4	BNPS	226	3.88	Passed
15	Nilphamari-4	RDRS	47	4.00	Passed
16	Lalmonirhat-1	BNPS	115	3.92	Passed
16	Lalmonirhat-1	Khan Foundation	170	4.00	Passed
16	Lalmonirhat-1	RDRS	108	3.94	Passed
17	Lalmonirhat-2	BNPS	189	3.93	Passed
17	Lalmonirhat-2	Democracywatch	2	4.00	Passed
17	Lalmonirhat-2	Khan Foundation	178	4.00	Passed
17	Lalmonirhat-2	RDRS	100	4.00	Passed
18	Lalmonirhat-3	BNPS	78	3.91	Passed
18	Lalmonirhat-3	Khan Foundation	107	3.79	Passed
18	Lalmonirhat-3	RDRS	81	3.88	Passed
19	Rangpur-1	Khan Foundation	80	4.00	Passed
21	Rangpur-3	Khan Foundation	116	4.00	Passed
22	Rangpur-4	Khan Foundation	107	4.00	Passed
25	Kurigram-1	BNPS	428	3.99	Passed
25	Kurigram-1	BROTEE	310	3.96	Passed
25	Kurigram-1	BSEHR	8	4.00	Passed
25	Kurigram-1	RDRS	202	3.96	Passed
26	Kurigram-2	BNPS	380	4.00	Passed
26	Kurigram-2	BROTEE	239	4.00	Passed
26	Kurigram-2	RDRS	106	4.00	Passed
27	Kurigram-3	BNPS	169	4.00	Passed
27	Kurigram-3	RDRS	127	3.92	Passed
28	Kurigram-4	BNPS	225	4.00	Passed
28	Kurigram-4	Khan Foundation	119	4.00	Passed
28	Kurigram-4	RDRS	121	4.00	Passed
29	Gaibandha-1	BNPS	235	3.81	Passed
29	Gaibandha-1	BSEHR	20	4.00	Passed
30	Gaibandha-2	BNPS	149	3.92	Passed
30	Gaibandha-2	BSEHR	19	4.00	Passed
30	Gaibandha-2	Khan Foundation	132	3.85	Passed

www.pathagar.com

Bangladesh National Election October 1, 2001

Table 4: Organization Level Data by Union by Constituency

1	Panchagarh-1	ALOWA KHOWA	BNPS	17	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	AMARKHANA	BNPS	12	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	AMARKHANA	BSEHR	5	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	BALARAMPUR	BNPS	11	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	BALARAMPUR	RDRS	9	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	BANGLA BANDHA	BNPS	8	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	BHAJANPUR	BNPS	7	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	BURABURI	BNPS	5	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	CHAKLA HAT	BNPS	11	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	CHAKLA HAT	BSEHR	17	3.76	Passed
1	Panchagarh-1	DEBNAGAR	BNPS	10	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	DHAKKAMARA	BNPS	9	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	DHAKKAMARA	BSEHR	2	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	DHAMOR	BNPS	12	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	GARINABARI	BNPS	1	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	GARINABARI	BSEHR	4	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	HAFIZABAD	BNPS	10	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	HAFIZABAD	BSEHR	4	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	HARIBHASA	BNPS	14	3.43	Passed
1	Panchagarh-1	KAMAT KAJAL DIGHI	BNPS	20	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	KAMAT KAJAL DIGHI	BSEHR	3	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	MAGURA	BNPS	12	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	MAGURA	BSEHR	10	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	MIRZAPUR	BNPS	14	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	PANCHAGARH	BNPS	12	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	RADHANAGAR	BNPS	13	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	SALBAHAN	BNPS	10	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	SATMARA	BNPS	16	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	SATMARA	BSEHR	9	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	TARIA	BNPS	16	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	TENTULIA	BNPS	14	4.00	Passed
1	Panchagarh-1	TIRNAIHAT	BNPS	11	3.36	Passed
2	Panchagarh-2	BARA SHASHI	BNPS	69	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	BARA SHASHI	RDRS	10	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	BARAPATIA	RDRS	7	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	BENGHARI BANAGRAM	BNPS	25	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	BENGHARI BANAGRAM	RDRS	7	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	BILASHI	RDRS	11	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	BODA	RDRS	6	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	CHANDANBARI	BNPS	12	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	CHANDANBARI	RDRS	10	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	CHENGTI	BSEHR	4	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	CHILAHATI	BNPS	11	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	CHILAHATI	RDRS	6	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	DANDAPAL	BNPS	10	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	DANDAPAL	BSEHR	8	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	DANDAPAL	RDRS	5	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	DEBIDOBA	BNPS	10	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	DEBIGANJ	BNPS	23	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	DEBIGANJ	RDRS	74	3.97	Passed
2	Panchagarh-2	JHALAISHALSIRI	BNPS	8	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	KAJAL DIGHI KALIGANJ	RDRS	6	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	KALIGANJ	BNPS	12	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	MAIDAN DIGHI	BNPS	10	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	MAIDAN DIGHI	RDRS	5	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	MAREA BAMANHAT	BNPS	21	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	MAREA BAMANHAT	RDRS	10	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	PAMULI	BNPS	6	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	PAMULI	PEMA	1	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	PAMULI	RDRS	5	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	PANCHPIR	BNPS	12	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	PANCHPIR	RDRS	12	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	SAKOA	BNPS	10	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	SAKOA	RDRS	5	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	SHALDANGA	BNPS	10	3.50	Passed
2	Panchagarh-2	SHALDANGA	RDRS	5	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	SONAHAR MALLIKADAHA	BNPS	12	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	SONAHAR MALLIKADAHA	RDRS	6	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	SUNDAR DIGHI	BNPS	10	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	SUNDAR DIGHI	RDRS	5	4.00	Passed
2	Panchagarh-2	TEPRIGANJ	RDRS	5	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	AKCHA	BNPS	12	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	AKCHA	RDRS	2	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	AKHANAGAR	BNPS	13	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	AKHANAGAR	RDRS	3	4.00	Passed
3	Thakurgaon-1	ALIJAPUR	BNPS	15	4.00	Passed

www.pathagar.com

ভোটের অফিসিয়াল
ফলাফল ও
পর্যবেক্ষকদের মূল্যায়ন
একত্রিত করা হচ্ছে।

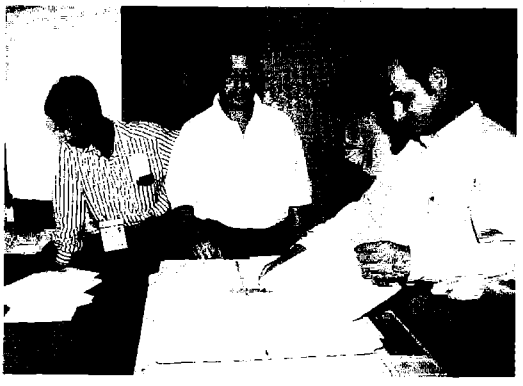

www.pathagar.com

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক

সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন রিপোর্টাররা ওয়ার্কিং গ্রুপের কর্মকান্ড সম্পর্কে আগ্রহী হবে। দেশীয় পর্যবেক্ষকদের কোয়ালিশনের গুরুত্ব জনগণের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে একটি উপায় হলো মিডিয়ার সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তোলা। সংবাদ মাধ্যমে সঠিক বার্তার প্রচার ভোটার শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি প্রার্থী, রাজনৈতিক দল ও তাদের ভাড়া করা গুন্ডাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, ভীতি প্রদর্শন, শঠতা ও দুর্নীতি নিরোধ করতে ভূমিকা রাখতে পারে; এছাড়াও ভোটকেন্দ্রে অধিক সংখ্যক ভোটার উপস্থিতি এবং নির্বাচনের বৈধতার প্রশ্নে সম্ভাব্য ভোটার ও আন্তর্জাতিক কমিউনিটির আস্থা অর্জনে সংবাদ মাধ্যমের প্রচারণা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

এই কারণে ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের নিজস্ব বক্তব্য প্রেস বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রস্তুত ও প্রচার করে থাকে। নির্বাচন পূর্ব প্রেস বিজ্ঞপ্তির মধ্যে থাকে সহিংসতা ও ভীতি প্রদর্শনের খবরাদি, সেসঙ্গে পর্যবেক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও তাদের কর্ম এলাকায় অবস্থান সম্পর্কিত খবরাদি। আরো থাকে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংস্থার কর্মকাণ্ডভিত্তিক খবরাদি। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসে ওয়ার্কিং গ্রুপ সংবাদ মাধ্যমের সুবিধাদি খুব করে কাজে লাগাতে চায়। তখন ওয়ার্কিং গ্রুপ নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচারে তৎপর হয়ে উঠার পাশাপাশি ভোটার শিক্ষার উপর জোর দিয়ে তথ্য প্রচার করে যাতে করে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যেতে উৎসাহিত হয় এবং প্রার্থীরা নির্বাচনের পরে ভোটারদের কাছে জবাবদিহি করে।

নির্বাচন অনুষ্ঠান শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওয়ার্কিং গ্রুপ নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের যৌথ মূল্যায়ন সংবাদ মাধ্যমকে অবগত করে। এটি হয়ে থাকে সকল গ্রুপের কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক তথ্যাদির উল্লেখ থাকে। জনসাধারণ, দাতা কমিউনিটি, প্রার্থী এবং দলসমূহ সকলেই নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে কিনা সে সম্পর্কে ওয়ার্কিং গ্রুপের মত শুনতে চায়। এই পর্যায়ে ওয়াকিং গ্রুপের মূল্যায়নভিত্তিক বক্তব্যের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। বক্তব্য প্রদানকালে সেই বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। বিভিন্ন পক্ষসমূহ ওয়ার্কিং গ্রুপের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে নির্বাচনের অবাধ ও নিরপেক্ষতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে। অতএব বলা যায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ইমেজ প্রতিষ্ঠায় ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং গ্রুপের নির্বাচনত্তোর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য

www.pathagar.com

নির্বাচনের মান সংক্রান্ত প্রাথমিক পর্যায়ের এ ধরনের যে কোন ঘোষণা উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব ও প্রভাব বহন করে। যে কারণে নির্বাচন সামগ্রিকভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে কিনা সেটি সম্পর্কে ওয়ার্কিং গ্রুপের মত প্রদান করা বেশ কঠিন। ওয়ার্কিং গ্রুপের কাছে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট পরিমাণগত উপাত্ত যত বেশি থাকবে তাদের পক্ষে তত বেশি কোন ধরনের সমস্যাযুক্ত স্থান চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের মূল্যায়ন থেকে ওয়ার্কিং গ্রুপ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে নির্বাচনী এলাকার উপাত্ত মূল্যায়ন করে দেখে তাদের কাছে যে উপাত্ত আছে তা কতখানি অনিয়মের সন্ধান দেয় এবং সেটি কোন একটি নির্বাচনী এলাকার ফলাফল পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট কিনা সেটিও পরীক্ষা করে দেখে। যদি পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোন একটি স্থানে ব্যাপকভাবে কিংবা গুরুতর সমস্যা কিংবা অনিয়ম ঘটেছে যা নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট তখন ওয়ার্কিং গ্রুপ ওই নির্দিষ্ট স্থানের ও নির্বাচনী এলাকার বা ভোট কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করে দেশের অন্যান্য স্থানের নির্বাচন ফলাফল অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে ঘোষণা দিবে। এ ধরনের ঘোষণা ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতি জনগণের আস্থা তৈরি করবে এবং যে সকল স্থানে কোন ধরনের সমস্যা কিংবা অনিয়ম ঘটেনি সে সব স্থানের জনগণ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ফলাফল নিয়ে আনন্দ করতে পারবে। এরপর ওয়ার্কিং গ্রুপ সমস্যাযুক্ত স্থানে তদন্ত করা এবং/অথবা পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাদের দিক থেকে কি ধরনের এডভোকেসি উদ্যোগ নেয়া হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করে জনগণকে জানাবে।

www.pathagar.com

পরিবর্তনের জন্য এডভোকেসি

বাংলাদেশ গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করলেও এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেগুলোর দিক নজর দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ২০০১ সালের নির্বাচন থেকে অভিজ্ঞতা হয়েছে ভবিষ্যতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কতগুলো বিষয় নিয়ে এডভোকেসি করার প্রয়োজন রয়েছে যা নির্বাচন প্রক্রিয়া বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করবে।

২০০১ সালের নির্বাচন প্রাক্কালে নির্বাচন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংস্থাগুলোর প্রতিনিধি ও দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কনসালটেন্টদের নিয়ে একটি সাব-গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল যাদের কাজ ছিল নির্বাচন কমিশনার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কতগুলো সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের লক্ষ্যে তদবির করা। পাশাপাশি ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ও দাতা কমিউনিটিকে অবগত রেখেছিল যাতে করে তারাও একই ধরনের পরিবর্তনের লক্ষ্যে এডভোকেসি করে এবং সম্মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়ে সফলতা আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে এডভোকেসি করে ২০০১ সালে সফলতা পাওয়া গিয়েছিল ঃ

- প্রতিটি বুথে কমপক্ষে একজন পর্যবেক্ষক থাকার অনুমতি প্রদান। ২০০১ সালের নির্বাচনে বুথ প্রতি একজন পর্যবেক্ষক ছিল অথচ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রে একজন করে পর্যবেক্ষক ছিল।
- ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়ার শুরু থেকে ভোট গণনা পর্যন্ত সকল কিছু পর্যবেক্ষণের সুযোগ প্রদান। ১৯৯৬ সালের গাইডলাইনে পর্যবেক্ষক সাধারণের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার অথবা ভোট গণনা পর্যবেক্ষণ করার অনুমতি পর্যবেক্ষকের ছিল না।
- প্রতিবন্ধীদের দেশীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করার অনুমতি প্রদান।
- বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় এমন ভোটারদের (অন্ধ, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক এবং গর্ভবতী) সারিবদ্ধ লাইনের প্রথমে যাওয়ার অনুমতি প্রদান।

www.pathagar.com

তবে ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপ আরো কিছু বিষয় নিয়ে এডভোকেসি করলেও নির্বাচন কমিশনকে পরিবর্তনের জন্য রাজী করাতে পারেনি। এই ইস্যুগুলো পরবর্তীতে এডভোকেসির জন্য বিবেচনা করা উচিত ঃ

- পর্যবেক্ষকদের তাদের নিজেদের এলাকায় পর্যবেক্ষণের অনুমতি প্রদান যাতে করে যাতায়াত ব্যয় কমানো যায় এবং বিষয়বস্তুর প্রতি একাত্মতাবোধ ও পর্যবেক্ষণের মান বাড়ে।
- পর্যবেক্ষক যদি তার নিজের ভোটকেন্দ্রে পর্যবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত না থাকেন তবে তিনি যাতে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারেন সে বিষয়ে অনুমতি প্রদান।
- পর্যবেক্ষকের নূন্যতম বয়স ২৫ থেকে কমিয়ে ১৮ (ভোটারের বয়স) নির্ধারণ করা।
- সংস্থা কর্তৃক পরিচয় পত্র প্রদানের প্রক্রিয়ার কাজ আরো আগে শুরু করার বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

এছাড়াও আরো কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো সরকারকে নির্বাচনের আগে বিবেচনা করতে হবে। এ বিষয়গুলো সমাধানের লক্ষ্যে ওয়ার্কিং গ্রুপের অনেক সদস্য সংস্থা এডভোকেসি ও শাসন কার্যক্রম চালু রেখেছে। এই বিষয়গুলো অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিতঃ

- **সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো।** পুনরায় সংরক্ষিত আসনের প্রস্তাব দেয়া, যেমনটা পূর্বে ছিল, সরকার আইন পাস না করা পর্যন্ত এই বিষয়ে এডভোকেসি করা। কমপক্ষে ৩০ টি সংরক্ষিত আসন থাকা যেমনটা আগে ছিল। তবে জেলা প্রতি একটি করে মোট ৬৪ টি আসন থাকা আরো বেশি ফলদায়ক হবে। ৬৪টি আসন থাকা বিষয়ে প্রধান দুটো রাজনৈতিক দল নীতিগতভাবে একমত হয়েছে।
- **নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।** পূর্বে সংরক্ষিত ৩০টি আসনে নারী প্রতিনিধিদের নিয়োগ দিত শাসক দল, যে কারণে মনোনীত নারী সাংসদগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের রাজনৈতিক হাতিয়ার ছিল মাত্র। সরাসরি নির্বাচনে একজন নারী প্রার্থীকে অন্য নারী প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এবং ভোটারগণ তাদের পছন্দ-অপছন্দ প্রয়োগের সুযোগ পাবেন, ফলে নারীর ক্ষমতায়ন হবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

www.pathagar.com

- **বেআইনী অস্ত্র নির্বাচনের আগে উদ্ধার করতে হবে।** ২০০১ সালের নির্বাচনে এই কাজটি দুর্বলভাবে করা হয়েছিল যে কারণে নির্বাচন পূর্ব সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছিল। ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংস্থাগুলো ভবিষ্যতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আরো জোরদারভাবে অস্ত্র উদ্ধারে তৎপর হতে উৎসাহিত করছে।

- **নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান।** এখনো নির্বাচন কমিশন প্রায়শ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও হুমকির সম্মুখীন হয়। শাসন ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছে যে এনজিওগুলো নির্বাচন কমিশনের আরো বেশি স্বায়ত্বশাসন ও অরাজনৈতিক নির্বাচন পদ্ধতির প্রসারের লক্ষ্যে এডভোকেসি করে যাচ্ছে। এই কাজটি ভবিষ্যতে নির্বাচন নিয়ে কর্মরত ওয়ার্কিং গ্রুপের কাজের অংশ হতে পরে।

এবং সবশেষে নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট অনিয়মের ঘটনা ঘটলে সেটি তদন্তে, পুনঃভোট গ্রহণ এবং প্রয়োজনে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে এডভোকেসি করতে ওয়ার্কিং গ্রুপকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ওয়ার্কিং গ্রুপ অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের নিয়মকানুন অনুসরণ করার মাধ্যমে তাদের কাজে সহায়তা করবে।

www.pathagar.com

২০০১ এর ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের ফাইন্ডিংস ও সুপারিশসমূহ নিজেদের মধ্যে ও সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলোচনা করছে।

www.pathagar.com

এক্রিডিটেশন প্রাপ্তি

দেশীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা খুবই কম কিন্তু কাগজেপত্রে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিষয়টিকে গভীরভাবে জড়িত রাখার মাধ্যমে একে মূল্যবান করে তোলা হয়েছে, অন্ততপক্ষে তাত্ত্বিকভাবে তাই। ২০০১ সালে দেশীয় পর্যবেক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল ঃ

- বয়স ২৫ বছর বা বেশি
- কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা নেই
- নিজে যে উপজেলায় বসবাস করছে সেটি ভিন্ন অন্য কোন উপজেলায় পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারা।

উল্লেখিত শর্তগুলো যারা পূরণ করবেন, ২০০১ সালে পর্যবেক্ষক হওয়ার জন্য তাদেরকে যা করতে হয়েছে তা নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

- সংস্থার নিবন্ধনের তথ্য,
- পর্যবেক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে সংস্থার আয়ের উৎস,
- সংস্থার পরিচালনা পরিষদ/ব্যবস্থাপক/পরিচালকবৃন্দ,
- প্রতিজন পর্যবেক্ষকের শনাক্তকরণ তথ্যাদি (নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, বাবা/স্বামীর নাম),
- পর্যবেক্ষকের দুই কপি স্ট্যাম্প সাইজের ফটো,
- পূর্বে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের কোন অভিজ্ঞতা ছিল কিনা সে সংক্রান্ত তথ্য, যদি থাকে।

এই তালিকা এক্রিডিটেশনের জন্য অনেক বেশি বলে বিবেচিত হচ্ছে। এ অবস্থায় পর্যবেক্ষককে এক্রিডিটেশন প্রদানের ক্ষেত্রে নিচে উল্লেখিত বিষয়াদি শর্তাবলী হিসেবে গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে ঃ

- নিবন্ধিত ভোটার বা ভোট প্রদানের বয়স,

www.pathagar.com

- অনুমোদিত সংস্থার কর্মী বা নির্বাচিত প্রতিনিধি,
- পর্যবেক্ষকের জন্য প্রণীত আচরণবিধি মেনে চলার অঙ্গীকার।

দেশব্যাপী কাভারেজের জন্য প্রতিটি সংস্থার প্রচুর সংখ্যায় পর্যবেক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে বিধায় এক্রিডিটেশনের পদ্ধতিটি সহজতর করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিজন পর্যবেক্ষকের জন্য তথ্যাদি (সুপারিশকৃত শর্তাবলীর আলোকে) তার পক্ষে তিনি যে সংস্থার হয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন সেই সংস্থা সরাসরি নির্বাচন কমিশনে প্রদান করতে পারেন। এরপর নির্বাচন কমিশন প্রতিটি সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী পরিচয় পত্র ইস্যু করে সংস্থাকে দিতে পারে। সংস্থা কার্ডগুলো পাওয়ার পর তাদের পর্যবেক্ষকের কাছে বিতরণ করতে পারে।

২০০১ সালের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন প্রতিটি জেলার জেলা প্রশাসককে তাদের স্ব স্ব জেলার পর্যবেক্ষকদের পরিচয় পত্র প্রদানের জন্য দায়িত্ব প্রদান করেছিল। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক নির্বাচনে কি ধরনের নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে সে সম্পর্কে আদর্শ কোন গাইডলাইন জেলাপ্রশাসকদের প্রদান করা হয়নি। ফলে অনেক জেলা প্রশাসক ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংস্থার উপর নিজস্ব অযৌক্তিক চাহিদা চাপিয়ে দিয়েছিল। যেমন: মাধ্যমিক পরীক্ষার সনদপত্র দেখতে চাওয়া, তাদের ব্যক্তিগত মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ, দাতা সংস্থা থেকে অঙ্গীকারের চিঠি দেখতে চাওয়া, পুলিশের বিশেষ শাখা থেকে অনাপত্তি কাগজ প্রদান ইত্যাদি। এর ফলে দেখা গেল নির্বাচনের এক সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্ত কোন এক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু হয়নি। এ অবস্থার নিরসনে দি এশিয়া ফাউন্ডেশন এবং নির্বাচন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিনিধিগণ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে তার হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন এক্রিডিটেশন কার্ড দি এশিয়া ফাউন্ডেশন ও ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করে এবং পরবর্তীতে সেই কার্ডগুলো প্রতিটি সদস্য সংস্থার কাছে বিতরণ করা হয়। সদস্য সংস্থাগুলো পর্যবেক্ষকদের মাঝে কার্ড বিতরণ করে। এভাবে পরিচয়পত্র পাওয়ার মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করার আইনগত একটি শর্ত পূরণ হয়।

ভবিষ্যতে এ ধরনের সংশয় ও অদক্ষতা দূর করার লক্ষ্যে ওয়ার্কিং গ্রুপ নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করবে এবং একটি সুন্দর বিতরণ ব্যবস্থার জন্য এডভোকেসি করবে।

www.pathagar.com

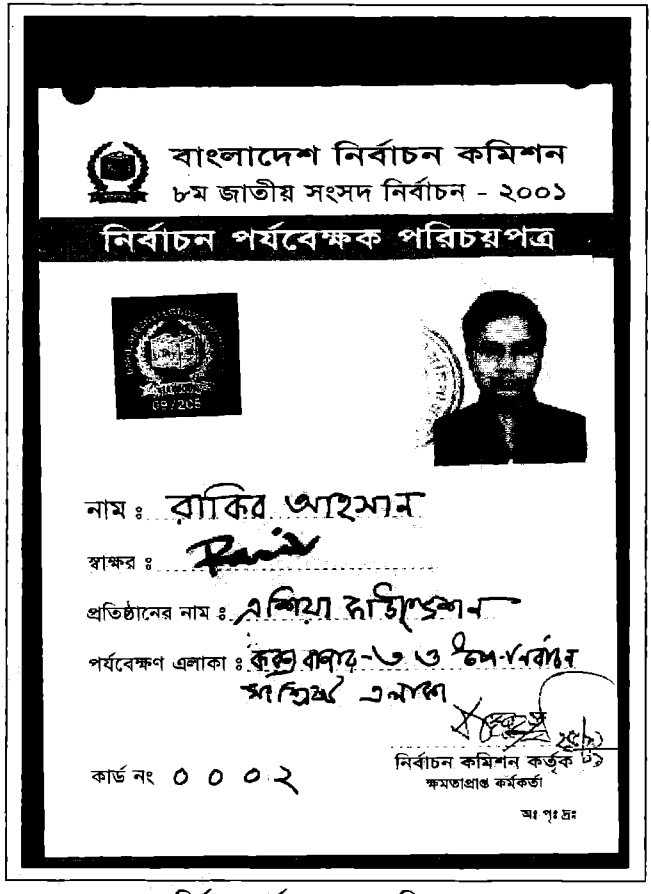

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন - ২০০১

নির্বাচন পর্যবেক্ষক পরিচয়পত্র

নাম ঃ রাকিব আহসান

স্বাক্ষর ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ এশিয়া ফাউন্ডেশন

পর্যবেক্ষণ এলাকা ঃ

কার্ড নং ০০০২

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অঃ পৃঃ দ্রঃ

নির্বাচন পর্যবেক্ষকের পরিচয় পত্র

www.pathagar.com

নির্বাচনের দিনে বিশেষ ধরণের ভোটারদের অংশগ্রহন

www.pathagar.com

অর্জন সম্পর্কে ধারণা লাভ

নির্বাচন দিনে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য সংস্থাগুলোর কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীগণ একটি বড় ধরনের অর্জনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে চালু থাকতে দেখে নিঃসন্দেহে তারা অত্যন্ত উৎসাহবোধ করেন এবং সে সঙ্গে তারা আরো উৎসাহবোধ করেন যখন দেখেন তার দেশেরই লক্ষ লক্ষ নারী ও পুরুষ একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকগণ ২০০১ সালে স্বাধীন ও অংশগ্রহণমূলক একটি সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে অংশীদার হতে পেরে আনন্দ ও সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

অর্জনের এই স্তরে পৌছানোর জন্য অনেকগুলো ধাপ পেরোতে হয়েছে। নিচে একটি চেকলিস্ট প্রদান করা হলো যেখানে একজন পর্যবেক্ষকের অধিকার, তার দায়িত্ব ও কর্তব্য, তিনি কি করতে পারবেন এবং কি করতে পারবেন না সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি যদি মেনে চলা হয় তবে যে পরিশ্রম বা চেষ্টা করা হবে সেটি ফলপ্রদ হবে।

প্রস্তুতি

- সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা।
- নির্বাচন কমিশন ও আপনার সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয় পত্র সংগ্রহ করা।
- প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ উপকরণ (যেমন: ফরম, পরিচয় পত্র, টি-শার্ট, টুপি) যা আপনার সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেগুলো সংগ্রহ করা।
- ভোটের শেষে তথ্য উপাত্ত একত্রিকরণের জন্য পর্যবেক্ষকদের মিলিত হবার একটি স্থান আগে থেকে ঠিক করে রাখা।

প্রাথমিক সেট-আপ

- নির্বাচন কেন্দ্রে যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া। অর্থাৎ নির্বাচন কেন্দ্রে যখন ভোটের উপকরণ পরীক্ষা করার কাজটি শুরু হবে তখন সেখানে উপস্থিত থাকা। এবং খালি ব্যালট বাক্স সিলগালা করা ও তাতে তালা লাগানো দেখা।

www.pathagar.com

- নিজের পরিচয় পত্র ভোট কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের দেখানো এবং তাদের সঙ্গে একটি সুসম্পর্ক স্থাপন করা। সঙ্গে আনা সকল উপকরণ তাদেরকে দেখানো এবং জানানো।
- পোলিং বুথের একটি স্থান বেছে নিন এবং যেখান থেকে আপনি সারাদিন ধরে নির্বাচনী দিনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন।
- নিশ্চিত হোন নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ (ব্যালট পেপার, সিল, অমোচনীয় কালি, ভোটার লিস্ট ইত্যাদি) ভোট কেন্দ্রে রয়েছে।
- কোন ধরনের প্রচারণামূলক কাগজপত্র কিংবা পোস্টার বুথের মধ্যে নেই সে সম্পর্কে নিশ্চিত হোন।
- সকল দলের এজেন্ট নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত রয়েছে কিনা দেখুন।

ভোটদান পদ্ধতি

- কোন একজন ভোটার কোন মার্কায় ভোট দিল সেটি না দেখে ভোটদান পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করুন।
- আঙ্গুলে অমোচনীয় কালি রয়েছে এমন কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন কর্মকর্তারা পুনরায় ভোট দিতে দিচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- সহজে দৃষ্টিগোচর হয় ভোটারের আঙ্গুলে এমন স্থানে অমোচনীয় কালি লাগানো হচ্ছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখুন।
- নির্বাচন কর্মকর্তারা প্রতিজন ভোটারের নাম ও নম্বর সুস্পষ্টভাবে বলছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখুন কারণ নাম ও নম্বর পোলিং এজেন্টদের ও পর্যবেক্ষকদের শুনতে পেতে হবে।
- কোন একজন ভোটার একাধিকবার ভোট প্রদান করছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখুন এবং টেনডারড ও আপত্তিকৃত ব্যালটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- ভোট প্রদানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভোট কেন্দ্রে অবস্থান করুন (স্টেশনারি পর্যবেক্ষকদের বেলায় প্রযোজ্য)

www.pathagar.com

- যে কোন মন্তব্য বা পর্যবেক্ষণ বলার থাকলে সেটি প্রিজাইডিং অফিসারকে বলুন, তাদের কাজ বাধাগ্রস্থ না করে।
- আপনার নিজের নিরাপত্তা বা ভোটদান প্রক্রিয়ার জন্য বাধা হতে পারে এমন সহিংসতা ও ভীতি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

ভোটদান শেষ হওয়ার পর

- ভোট গণনা না হওয়া পর্যন্ত ভোট কেন্দ্রে অবস্থান করুন।
- প্রতিজন প্রার্থীর প্রাপ্ত মোট ভোট সংখ্যা ঘোষণা হওয়া মাত্র লিখে নিন।
- মোট টেন্ডার ব্যালট, আপত্তিকৃত ব্যালট ও বাতিল ব্যালটের সংখ্যা যদি থাকে এবং ঘোষণা করা হয় তবে সেটি সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিন।
- অফিসিয়াল রেকর্ডে লিখিত প্রার্থীদের প্রাপ্ত মোট ভোট সংখ্যা গণনার সময় উল্লেখিত সংখ্যার সমান লেখা হয়েছে কিনা সেটি নিশ্চিত হোন।
- ব্যবহৃত, অব্যবহৃত ও বাতিল হওয়া ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা প্রাপ্ত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যার সমান হবে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হোন।

উপাত্ত একত্রিতকরণ

- নির্বাচন কেন্দ্রের পূর্ব পরিকল্পিত স্থানে একত্রিত হোন।
- নির্বাচন কেন্দ্রের সমন্বয়কারীর নিকট ফরমগুলো পৌছান।
- নির্বাচন কেন্দ্রের একত্রিতকরণ ফরমে তথ্য বসানো ও একত্রিতকরণের কাজে সমন্বয়কারীকে সহায়তা করুন।
- যদি সমন্বয়কারী পূর্ব পরিকল্পিত ইউনিয়ন সভা স্থলে পৌছে তবে ফরমগুলো ইউনিয়ন ফোকাল পয়েন্টে পৌছাতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ের উপাত্ত একত্রিতকরণে তাকে সহায়তা করতে হবে।
- যদি ইউনিয়ন ফোকাল পয়েন্ট পূর্ব পরিকল্পিত নির্বাচনী এলাকা সভা স্থলে চলে যান হয় তবে নির্বাচনী সমন্বয়ক কমিটিতে ফরমগুলো পৌছাতে হবে। নির্বাচনী এলাকার উপাত্ত একত্রিকরণে সহায়তা করতে হবে।

www.pathagar.com

- নির্বাচনী সমন্বয়ক কমিটির সদস্য ফ্যাক্স করে নির্বাচন কেন্দ্র, ইউনিয়ন এবং নির্বাচনী এলাকার একত্রিত করা উপাত্ত ডাটা ফ্যাক্স করে ওয়ার্কিং গ্রুপের ঢাকা অফিসে পাঠাবে। পর্যবেক্ষকের ফরমগুলো একত্রিত করে নিজ নিজ সংস্থার কাছে প্রেরণ করবে।

www.pathagar.com